CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-124 ■ 3 February, 2026 ■ আগরতলা ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২০ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

নিধিরাম সর্দার ভূমিকায় দমকল

গভীর রাতে উদয়পুরে দানব গাড়ি কেড়ে নিল একাধিক তাজা প্রাণ!

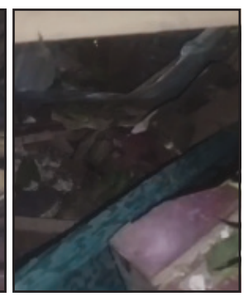

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। উদয়পুরে মঙ্গলবার গভীর রাতে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাস্তার পাশের একটি বসতঘরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ে একটি ট্রাক। দুর্ঘটনায় ঘুমন্ত অবস্থায় অন্তত এক বৃদ্ধা মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ঘরের ভিতরে আরও একাধিক ব্যক্তিও ছিলেন।

ঘটনাটি ঘটেছে উদয়পুর এগ্রিকালচার চৌমুহনী এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গভীর রাতে হঠাৎ বিকট শব্দে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দেখা যায়, একটি ট্রাক রাস্তার পাশের একটি ঘরের দেওয়াল ভেঙে সরাসরি ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। দুর্ঘটনার সময় ঘরের ভিতরে থাকা সবিতা সাহা নামে এক বৃদ্ধা মহিলা ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। জানা যায়, দুর্ঘটনার সময় তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। ঘরের ভেতরে আরো লোক ছিলেন কিনা সেটা খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন উদয়পুর দমকল দপ্তরের কর্মীরা। শুরু হয় উদ্ধার কাজ। পাশাপাশি রাধা কিশোরপুর থানার পুলিশ, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকার ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার তৎপরতা তদারকি করেন। গভীর রাত পর্যন্ত উদ্ধার কাজ চালানো হলেও সংবাদ লেখা পর্যন্ত ঘরের ভিতরে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে থাকা ব্যক্তিদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

এখনও পর্যন্ত ঘরের ভিতরে ঠিক কতজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

এবারের বাজেটে দেশের মোট আয়ের ৪১ শতাংশ পাবে রাজ্যগুলি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঐতিহাসিক বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেট ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এবং সংস্কারের যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে একটি স্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করবে। তাছাড়া, এবছরের বাজেট কৃষি উন্নয়নের বাজেট। প্রত্যেক পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষের কল্যাণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনা এবারের বাজেটে প্রত্যক্ষ হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গুণগত মানের শিক্ষা প্রদানের জন্য বাজেটে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এখানে সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গতকাল কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে অবগত করা। গতকাল মাঘ পূর্ণিমা দিনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন লোকসভায় ২০২৬ - ২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন, যা আমরা সকলেই টিভির পর্দায় দেখেছি। এনিয়ে তিনি ৯ বারের মতো বাজেট পেশ করেছেন। প্রায় ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট বাজেট বক্তব্য রেখেছেন তিনি। আর এই বাজেট সংসদে ৮০তম বাজেট। এই বাজেট নিয়ে আমি খুবই আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে বিকশিত ভারত ২০৪৭ এর সময়সীমা দিয়েছেন, এই বাজেটে সেটার ঝলক প্রত্যক্ষ হয়েছে। এই বাজেটে আগামীদিনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্য প্রতীয়মান হয়েছে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

১২ ফেব্রুয়ারি অফিস আদালতের কাজকর্ম স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি ।। একটি সর্বভারতীয় কর্মচারি সংগঠন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ কর্মচারিদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য সর্বভারতীয় বনধ''র ডাক দিয়েছে। রাজ্যেরও একটি কর্মচারি সংগঠন এই বনধকে সমর্থন জানিয়ে রাজ্য সরকারের কর্মচারিদের বনধ-এ সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসনের (এআর) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সব অফিস আদালত, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রত্যাশা পূরণে বাজেট সর্ম্পূণ ব্যর্থ ঃ প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেট দিশাহীন ও গতানুগতিক বাজেট। এই বাজেটে দেশের ভবিষ্যৎ গঠনের কোনও সুস্পষ্ট রূপরেখা নেই।

উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রত্যাশা পূরণে এই বাজেট সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন সভাপতি আশিস কুমার সাহা। এদিন আশিস কুমার সাহা বলেন, এই বাজেটে কোনও দৃষ্টিভঙ্গি নেই। এটি সম্পূর্ণ দিশাহীন একটি বাজেট। দেশের ভবিষ্যতের জন্য কোনও পথনির্দেশ দিতে পারবে না। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সঙ্কুচিত হবে এবং ছাঁটাই বাড়বে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এই বাজেটের সবচেয়ে বড় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে শ্রমজীবী মানুষের উপর। একই সুরে দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, এই বাজেট কালো টাকা সাদা করার পথ আরও প্রশস্ত করেছে। তিনি সরকারের পূর্ববর্তী বাজেটগুলির বাস্তবায়ন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, কোটি কোটি বেকার যুবকের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই বাজেটে কোনও দিশা নেই। ত্রিপুরা কী পেল? রাজ্যের পূর্বে উত্থাপিত দাবিগুলির একটিও পূরণ করা হয়নি তিনি আরও বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রত্যাশা পূরণে এই বাজেট সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বিশেষ করে ত্রিপুরার মতো রাজ্যগুলির জন্য এটি অত্যন্ত হতাশাজনক। পূর্ববর্তী বাজেটের পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রবীর চক্রবর্তী রাজ্যের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ ও কার্যকর উদ্যোগের অভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।তাঁর দাবি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং যুবসমাজের ক্ষমতায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে এই বাজেটে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। এটি নতুন কোনও দিশা দেখানোর পরিবর্তে কেবলমাত্র পুরনো ও রুটিন পদক্ষেপেরই পুনরাবৃত্তি, যা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট মোকাবিলায় সম্পূর্ণ অপ্রতুল।

সুলভ কর্মীদের কর্মবিরতিতে ব্যাহত আইজিএম হাসপাতালের পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। আইজিএম হাসপাতালে সুলভ কর্মীদের টানা তিন দিন ধরে কর্মবিরতির ফলে হাসপাতাল চত্বরে চরম নোংরা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। কাজের দাবিতে সৌলভ কর্মীরা গত তিন দিন যাবৎ ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধানে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

এর ফলে আইজিএম হাসপাতাল কার্যত নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। শৌচাগার ও আশপাশের এলাকায় তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় রোগী ও তাঁদের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সিবিএসই চেয়ারম্যানের কাছে রোমান হরফে পরীক্ষার দাবি জানাল মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। ককবরক ভাষায় রোমান হরফ চালুর দাবিতে গত ২৯ জানুয়ারি দিল্লিতে সিবিএসই চেয়ারম্যান রাহুল সিনহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিপরা মথার পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। সিবিএসই চেয়ারম্যানের কাছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ককবরক ভাষা রোমান হরফে গ্রহণের দাবিতে একটি ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। দিল্লি সফরের পর সোমবার আগরতলার একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বসেন তিপরা মথার নেতৃত্ব।

সাংবাদিক সম্মেলনে রবীন্দ্র দেববর্মা জানান, দিল্লিতে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল সিবিএসই চেয়ারম্যানের সাথে বৈঠকে বসেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন টিটিএএডিসি-র কার্যনির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, বিশ্বজিৎ কলই, উমাশঙ্কর দেববর্মা, দিলীপ রিয়াং এবং মানব দেববর্মা। চলতি শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইতিমধ্যেই ছাপা হয়ে যাওয়ায় এ বছর রোমান হরফে ককবরক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলে সিবিএসই চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। তবে ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, সিবিএসই চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলএই বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে কোনও লিখিত আবেদন বা চিঠি পাঠানো হয়েছে কি না। উত্তরে চেয়ারম্যান স্পষ্টভাবে জানান, তিনি এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনও চিঠি পাননি। অথচ গত ১৪ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

প্রাক্তন সেনাপ্রধান সম্পর্কে রাহুলের মন্তব্যে লোকসভায় তীব্র বির্তক, ব্যাহত অধিবেশন

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ।। প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এম এম নারাভানের একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে 'দ্য কারাভান' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনকে ঘিরে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের জেরে সোমবার লোকসভায় তীব্র হট্টগোল ও একাধিকবার অধিবেশন ব্যাহত হয়।

ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনাকালে বিষয়টি দ্রুত রাজনৈতিক বিতর্কে রূপ নেয়। শাসক দলের সাংসদরা রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিকবার হস্তক্ষেপ করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শাসক পক্ষের অভিযোগ, রাহুল গান্ধী প্রাক্তন সেনাপ্রধানের স্মৃতিকথা ও সাক্ষাৎকারের এমন কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। তাঁদের দাবি, অপ্রকাশিত বা অসমর্থিত নথির উল্লেখ সংসদের নিয়ম ও রীতিনীতির পরিপন্থী।

এই পরিস্থিতিতে স্পিকার ওম বিড়লা হস্তক্ষেপ করেন। তিনি সংসদের বিধি উদ্ধৃত করে জানান, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত বা অনুমোদিত নয় এমন কোনও নথি বা প্রতিবেদনের উল্লেখ করা যায় না। সংসদের মর্যাদা বজায় রাখতে সকল সদস্যকে নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দেন তিনি।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং অভিযোগ খারিজ করে বলেন, এখনও প্রকাশ না হওয়া কোনও স্মৃতিকথা থেকে কীভাবে বক্তব্য উদ্ধৃত করা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও বিষয়টিকে বিভ্রান্তিকর ও অনুচিত বলে মন্তব্য করেন। এরপরই উভয় পক্ষের তরফে স্লোগান, প্রতিবাদ ও তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে একাধিকবার অধিবেশন মুলতবি করতে বাধ্য হন স্পিকার। ক্রমাগত অচলাবস্থার জেরে শেষ পর্যন্ত দিনের জন্য লোকসভা মুলতবি ঘোষণা করা হয়। ফলে রাহুল গান্ধী তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

গর্জনমুড়ায় রাস্তা সারাইয়ে কাজে নামলেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ ফেব্রুয়ারি।। ভোট আসে, প্রতিশ্রুতি আসেকিন্তু কাজ আসে না। এমনই অভিযোগ তুলে কাকড়াবন বিধানসভার অন্তর্গত গর্জনমুড়া ১১ নম্বর বুথের ঘোষপাড়া এলাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বছরের পর বছর ধরে বেহাল রাস্তার যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে শেষমেশ নিজেরাই রাস্তা সারাইয়ের কাজে নেমেছেন এলাকার মানুষ। গর্জনমুড়া ১১ নম্বর বুথ, ওয়ার্ড নম্বর ৭-এর ঘোষপাড়া এলাকায় প্রায় ১৪০০ ভোটার ও ৪০০টি পরিবার বসবাস করে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এখানকার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে চলাচলের একমাত্র রাস্তার বেহাল দশা। কাদা, জলজট, বড় বড় গর্ত আর ধুলোর মধ্যে দিয়ে নিত্যদিন যাতায়াত করতে গিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বাম আমল পেরিয়ে বর্তমান শাসনসরকার বদলালেও ঘোষপাড়ার রাস্তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বর্ষাকালে জল জমে রাস্তা কার্যত অচল হয়ে পড়ে, আর শুকনো দিনে ধুলোর ঝড়ে শ্বাস নেওয়াই দায়। অসুস্থ রোগী, স্কুলপড়ুয়া শিশু, গর্ভবতী মাকারও জন্যই এই রাস্তা নিরাপদ নয়।

এলাকাবাসীরা জানান, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বহুবার এলাকার বিধায়ক ও গর্জনমুড়া পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে লিখিত ও মৌখিকভাবে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু বারবার আশ্বাস মিললেও বাস্তবে কোনো কাজ হয়নি। ফলে জনপ্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

চরম অবহেলা ও প্রশাসনিক নীরবতায় ক্ষুব্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত এলাকাবাসী নিজেরাই কোদাল-বেলচা হাতে রাস্তা মেরামতের কাজে নেমেছেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, যে কাজ সরকারের করার কথা, সেই কাজ আজ সাধারণ মানুষকে করতে হচ্ছে।

ঘোষপাড়ার বাসিন্দারা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেনএখন আর আশ্বাস নয়, অবিলম্বে স্থায়ী রাস্তা সংস্কার চাই। তাঁদের মতে, রাস্তা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

এমজিএন রেগার দাবিতে ক্ষেতমজুরের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। সারা ভারত কৃষিশ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে এমজিএন রেগা প্রকল্প ফিরিয়ে আনার দাবিতে সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যেও বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের পশ্চিম জেলা কমিটির উদ্যোগে আগরতলায় এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে।

এদিন মিছিলটি মেলার মাঠ সংলগ্ন ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা,৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
২০ মাঘ, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

করের ভাগ সেই ৪১ শতাংশই !

ভারতের ১৬তম অর্থ কমিশন নিয়া রাজ্যগুলোর যে বাড়তি প্রত্যাশা ছিল, তাহাতে আপাতত জল ঢাইয়া দিল কেন্দ্র। রাজ্যগুলো দীর্ঘদিন ধরিয়াই দাবি জানাইয়া আসছিল যে কেন্দ্রীয় করের ভাগ ৪১ থেকে বাড়াইয়া ৪২ বা তাহার বেশি করা হোক। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি না মানিয়া বর্তমান ভাগটিই বজায় রাখিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে।

কেন রাজ্যগুলোর দাবি প্রত্যাখ্যাত হইলো ?

রাজ্যগুলোর যুক্তি ছিল যে তাহাদের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের খরচ বাড়ছে এবং জিএসটি চালুর পর তাহাদের নিজস্ব কর সংগ্রহের ক্ষমতা সীমিত হইয়া পড়িয়াছে। তবে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হইয়াছে, কেন্দ্রের ওপর ঋণের বোঝা এবং আর্থিক ঘাটতি কমানোর চাপ রহিয়াছে।

জাতীয় নিরাপত্তা এবং বড় বড় পরিকাঠামো প্রকল্পে কেন্দ্রের বিপুল খরচ বজায় রাখা প্রয়োজন।করের এই ভাগ নির্ধারণের বিষয়টি একটি বিবর্তনের মধ্য দিয়া গেছে। চতুর্দশ অর্থ কমিশনে করের ভাগ ৩২ থেকে একলাফে বাড়িয়ে ৪২ করা হইয়াছিল।

১৫তম অর্থ কমিশন: জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হওয়ায় ১ করাইয়া তাহা ৪১ করা হয়।১৬তম অর্থ কমিশন: রাজ্যগুলি আশা করিয়াছিল এটি আবার ৪২ বা তাহার বেশি হইবে। কিন্তু কেন্দ্র ৪১ শতাংশেই অনড় রইল।

রাজ্যগুলির আর্থিক সঙ্কট বিপুল বাড়িতে চলিয়াছে। ষোড়শ অর্থ কমিশনের রিপোর্টে রাজ্যের জন্য একের পর এক দুঃসংবাদ দেওয়া হইয়াছে সুপারিশের মাধ্যমে। যদি প্রতিটি সুপারিশ কেন্দ্র কার্যকর করিতে চায় এবং রাজ্যকেও চাপ দেয়, তাহা হইলে রাজ্যগুলির রাজকোষে বিপুল টান পড়িবে। তার ফলশ্রুতি হইল, রাজ্যগুলিকে আরও বেশি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে। বস্তুত যে বিষয়গুলির উপর এতদিন ধরিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার জোর দিতেছে, অর্থ কমিশনের অবিকল সেই সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছে। বাজেট পেশ করিবার শুরুতেই অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানাইয়া দেন যে, অর্থ কমিশনের সুপারিশ কেন্দ্র গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ ওই সুপারিশ কার্যকর করিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি নাই।

রাজ্যগুলির জন্য সবথেকে বড় ধাক্কা

হইল, দেশজুড়িয়া মোট আদায়ীকৃত ট্যাক্সের যে ভাগ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়, সেই অনুপাত অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে। যাহা ৪১ শতাংশ। অর্থাৎ দেশ থেকে মোট যত কেন্দ্র-রাজ্য বিভাজনযোগ্য ট্যাক্স কেন্দ্রের কাছে জমা হয়, তার ৪১ শতাংশ পায় রাজ্যগুলি। এই একই হার আগামী ৫ বছরও বজায় থাকিবে। অর্থাৎ যাহা অনুপাত ছিল এতদিন ধরিয়া, সেটাই থাকিবে আরও ৫ বছর।

রাজ্যের সম্ভাব্য দুর্গতি আশঙ্কার এখানেই শেষ নয়। ষোড়শ অর্থ কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে, কঠোর সংস্কারমুখী সুপারিশ করিয়াছে প্রাক্তন নীতি আয়োগ কর্তা অরবিন্দ পানাগোড়িয়ার নেতৃত্বাধীন অর্থ কমিশন। অর্থ কমিশন বলিয়াছে, ক্যাশ ট্রান্সফারের এই কর্মসূচি অবিলম্বে হয় বন্ধ করা হোক কিংবা রিভিউ করা হোক যে কাহাদের দেওয়া উচিত, আর কাহাদের নাম বাদ যাওয়া দরকার। একইভাবে সরকারি ভরতুকি প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছে অর্থ কমিশন। প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি সেক্টরে সবথেকে বেশি ভরতুকি দেয়। ১) পেট্রপণ্য ২) গণবন্টন ৩) সার। এই ভরতুকিও কতদিন চলিবে সেকথা ভাবিয়া দেখিতে বলিয়াছে অর্থ কমিশন। অর্থ কমিশন বেসরকারিকরণের জয়গান গাহিয়াছে। ষোড়শ অর্থ কমিশনের রিপোর্ট বলা হইয়াছে, রুগ্ন সরকারি সংস্থা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। যে সংস্থা দেশের জিডিপি কিংবা অর্থনীতির অগ্রগতিতে কোনও নিজস্ব যোগদান নাই, তাহাদের চালু রাখিবার দরকার কী ?

জি রাম জি আইন এবং স্থিতিস্থাপক জীবিকার দিকে ভারতের পথ

।। ডঃ বিভা ধাওয়ান।।
ডিরেক্টর জেনারেল,
দ্য এনার্জি অ্যান্ড
রিসোর্সেস ইন্সটিটিউট,

প্রায় দুই দশক ধরে গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচিগুলো ভারতের সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। ২০05 সালে প্রণীত হওয়ার পর থেকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (এমজিএনআরইজিএ) গ্রামীণ পরিবারগুলোকে আয়ের নিরাপত্তা প্রদান করেছে, কর্মশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে এবং অপরিহার্য সামাজিক সম্পদ তৈরিতে অবদান রেখেছে। যেহেতু গ্রামীণ ভারত দ্রুত অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ ও সুযোগগুলোর মোকাবিলা করার জন্য এই কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার জরুরি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

২০২৫ সালের বিকশিত ভারত---রোজগার ও জীবিকা নিশ্চয়তা মিশন (গ্রামীণ) আইনটি এই বিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কাঠামোর সংস্কারের মাধ্যমে এই আইনটি স্বীকার করে যে, টেকসই গ্রামীণ সমৃদ্ধি কেবল কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপরই নয়, বরং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় স্থিতিস্থাপকতা এবং জীবিকা রক্ষার উপরও নির্ভরশীল হতে হবে। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিটি এমন এক সময়ে প্রাসঙ্গিক, যখন গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলো ক্রমবর্ধমানভাবে জলবায়ু পরিবর্তনশীলতা, চরম আবহাওয়ার ঘটনা এবং সম্পদের চাপের সম্মুখীন হচ্ছে।কেন জি রাম জি আইনটি আলাদাভাবে চোখে পড়েজি আর এ এম জি আইনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারটি অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রের সাথে মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানকে সংযুক্ত করার উপর এর মনোযোগ: জল নিরাপত্তা, মৌলিক গ্রামীণ অবকাঠামো, জীবিকা-সম্পর্কিত অবকাঠামো এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনা প্রশমনের জন্য কাজ। এটি গ্রামীণ কর্মসংস্থান নীতির পরিবেশগত এবং স্থিতিস্থাপক দিকগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালীকরণকে নির্দেশ করে।

জল-সম্পর্কিত কাজ, মাটি ও ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো বন্যার ঝুঁকি, খরা এবং ভূমি অবক্ষয় কমানোর পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন এই ধরনের সম্পদ কার্যকরভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়, তখন সেগুলো একাধিক সুবিধা তৈরি করেস্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং দীর্ঘমেয়াদী জীবিকার নিরাপত্তা। এই ক্ষেত্রগুলোর উপর আইনের জোর দেওয়ার ফলে এই স্বীকৃতি আসে যে কর্মসংস্থান কর্মসূচিগুলো একই সাথে সামাজিক সুরক্ষা এবং জলবায়ু অভিযোজনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

স্থানীয় পর্যায়ে স্থিতিস্থাপকতাএই আইনের পরিকল্পনা কাঠামোযা বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা এবং সম্পদগুলোকে একটি বিকশিত ভারত জাতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো স্তূপে একত্রিত করার ওপর কেন্দ্র করে গঠিতগ্রামীণ উন্নয়নের জন্য একটি সুসংহত এবং ভবিষ্যৎ-উপযোগী পদ্ধতিকে সমর্থন করে। বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা পঞ্চায়েতগুলোকে স্থানীয় অগ্রাধিকারগুলো চিহ্নিত করার সুযোগ দেয়, অন্যদিকে জাতীয় প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে একীকরণ বৃহত্তর অবকাঠামো এবং উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে।

বাস্তবায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই কাঠামো কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে সৃষ্ট সম্পদের গুণমান, স্থায়িত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা উন্নত করার সুযোগ দেয়। পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলো এটি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যে, সরকারি কাজগুলো সম্পদ সংরক্ষণ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অর্থপূর্ণ অবদান রাখছে। এই আইনের অধীনে পরিকল্পিত স্বচ্ছতা প্রক্রিয়া, ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ সরঞ্জাম এবং সামাজিক নিরীক্ষা জবাবদিহিতা ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে আরও জোরদার করে।সামাজিক সুরক্ষা এবং স্থিতিস্থাপকতার উপর টেরি অথবা টিইআরআই-এর কাজ

একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে, যা টেকসই উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, টেরি গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তোলার জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রক্রিয়াগুলোকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায় তা বোঝার জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করেছে। আমাদের গবেষণা দেখিয়েছে যে, কর্মসংস্থান কর্মসূচি যখন পরিবেশগত পরিকল্পনা এবং ঝুঁকি-সচেতন নকশার সাথে একত্রিত হয়, তখন তা পরিবার এবং সম্প্রদায় উভয় স্তরেই অভিযোজন ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা, বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জীবিকার স্থায়িত্বকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নীতি কাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারি প্রক্রিয়াগুলোতে টেরি বিশ্লেষণমূলক তথ্য সরবরাহ করেছে। এর মধ্যে কর্মসূচির নকশায় স্থিতিস্থাপকতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত ও সামাজিক ফলাফল প্রতিফলিত করে এমন সূচক চিহ্নিত করা অন্তর্ভুক্ত।এছাড়াও, টেরি (টিইআরআই) এমন আর্থিক মডেল এবং পরিকল্পনা পদ্ধতি অন্বেষণ করেছে যা গ্রামীণ এলাকায় সরকারি বিনিয়োগকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করতে পারেযা সম্প্রদায়ের সম্পদকে শক্তিশালী করবে, দীর্ঘমেয়াদী দুর্বলতা হ্রাস করবে এবং সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াবে। এই ধরনের গবেষণা-ভিত্তিক তথ্য সরকারি উদ্যোগের পরিপূরক এবং প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি নির্ধারণকে সমর্থন করার জন্য উদ্দিষ্ট।

জীবিকা সংরক্ষণজি আরএএম জি আইনের পদ্ধতি গ্রামীণ জীবিকা টিকিয়ে রাখার ভিত্তি হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্বকে তুলে ধরে। জল নিরাপত্তা, সংযোগ, সংরক্ষণ এবং জলবায়ু-সহনশীল পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ সরাসরি কৃষি, সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এবং অকৃষি জীবিকাকে সমর্থন করে। একই সময়ে, কৃষি মৌসুমের সর্বোচ্চ সময়ে সরকারি কাজে রাজ্য-কর্তৃক ঘোষিত বিরতির মতো বিধানগুলো নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে আইনের অধীনে কর্মসংস্থান সৃষ্টি কৃষিকাজের পরিপূরক হিসেবেই থাকবে।

একটি বিধিবদ্ধ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তার ধারাবাহিকতা এবং যেখানে কাজ প্রদান করা হয় না সেখানে বেকার ভাতা প্রদানের বিধান, আইনটির সামাজিক সুরক্ষা উদ্দেশ্যগুলোকে আরও শক্তিশালী করে। পূর্বাভাসযোগ্য পরিকল্পনা ও অর্থায়ন এবং শক্তিশালী প্রশাসনিক সক্ষমতার সমন্বয়ে কর্মসূচিটির কার্যকারিতা ও সাড়াদানের ক্ষমতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর পথেভারত যখন বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচিগুলো ক্রমবর্ধমান কৌশলগত ভূমিকা পালন করবে। এদের সাফল্য কেবল সৃষ্ট কর্মদিবসের সংখ্যা দিয়েই পরিমাপ করা হবে না, বরং স্থিতিশীল জীবিকা, টেকসই পরিকাঠামো এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে তাদের অবদানের মাধ্যমেও পরিমাপ করা হবে।এই প্রেক্ষাপটে, বিকশিত ভারত---জি আরএএম জি আইন, ২০২৫ এই ফলাফলগুলো অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী নীতি কাঠামোর প্রতিশ্রুতি দেয়। পরিবেশগত অগ্রাধিকারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে, জলবায়ু ঝুঁকির বিরুদ্ধে স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করে এবং বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে, এই আইনটি গ্রামীণ কর্মসংস্থানকে টেকসই উন্নয়নের একটি ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। সরকার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, রাজ্য এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারাবাহিক সহযোগিতার মাধ্যমে, এই সংস্কারটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে যে গ্রামীণ কর্মসংস্থান বর্তমান চাহিদা এবং ভবিষ্যতের স্থিতিস্থাপকতা উভয় ক্ষেত্রেই অর্থপূর্ণ অবদান রাখছেআজকের জীবিকাকে সমর্থন করার পাশাপাশি সেইসব সম্পদকে রক্ষা করছে যার উপর ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

ভারতে আবহাওয়া: পরিবর্তন চ্যালেঞ্জ ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

বিশেষ প্রতিনিধি।। ভারত একটি ভূগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় দেশ। উত্তর থেকে দক্ষিণ, প্রান্তিক মরুদ্যান থেকে উপকূলীয় এলাকাসব জায়গায়ই আবহাওয়া নিয়মিত পরিবর্তিত হয়। ২০২৫ এবং ২০২৬ সালের শুরুর দিকে দেশের আবহাওয়ায় একাধিক চিহ্নযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। এতে রয়েছে শৈত্যপ্রবাহের প্রবেশ, বৃষ্টিপাতের পরিবর্তিত ধারা, তাপস্রোত ও বর্ষার প্রভাব।

দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহ এবং কুয়াশা দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি হয়েছে কিছু অবস্থানে। কিছু এলাকায় বৃষ্টি ও ঝড়ের চক্র চলমান। হিমালয় অঞ্চলে তুষারপাত ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং ঘূর্ণাবর্ত দেশের আবহাওয়ায় বিরামহীন পরিবর্তন আনছে। এগুলো সবই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া পরিস্থিতি হিসেবে পর্যবেক্ষিত হয়েছে।

শীতকাল মানেই উত্তর ভারতের জন্য শৈত্যপ্রবাহ, কুয়াশা ও কম তাপমাত্রা। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের উত্তরাঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহ এবং ঘন কুয়াশা বিরাজ করছিল। ভারতের আবহাওয়া দফতর অনুযায়ী, ডিসেম্বর থেকে শীত ক্রমশ বাড়ছে এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণত যে শৈত্যপ্রবাহ অনুভূত হয় তা ২০২৬ সালে আরও জোরদার হতে পারে।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেও উত্তর ভারতে বৃষ্টি ও হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত পাহাড়ি এলাকাগুলিতে এই ধরনের পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট। এটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ফলে ঘটে থাকে।শৈত্যপ্রবাহের কারণে দৈনন্দিন জীবনে তাপমাত্রা নিঃসন্দেহে কমে যায় এবং সড়ক ও যাতায়াতে কুয়াশার প্রভাব দেখা যায়। সারাদিন ঘন কুয়াশা থাকলে গতি ও দর্শন কমে যায়, যেটি শহর ও গ্রামে মানুষের চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি করে।

ভারতে সাধারণত বর্ষা জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে। বর্ষার প্রভাবে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে ভারী বৃষ্টি হয়। ২০২৫ সালেও বর্ষা বাকি কিছু জায়গায় বৃষ্টিপাত অব্যাহত রেখেছিল, এমনকি বর্ষা শেষে যে কিছু রাজ্যে বৃষ্টি ও ঝড়ের সতর্কতা জারি হয়েছিল।

নভেম্বর ও ডিসেম্বরেও কিছু সময়ে ভারী বৃষ্টিপাত ও দমকা হাওয়ার সতর্কতা ছিল। আবহাওয়া দফতর ১২-১৪ ডিসেম্বর ভারী বৃষ্টিপাত ও দমকা ঝড়ের সতর্কতা জানিয়েছিল, পাশাপাশি শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশারও হুঁশিয়ারি ছিল।এসব পরিস্থিতি সাধারণত ঘূর্ণাবর্ত ও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে তৈরি হয়। উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কখনো তুষারপাত বা বৃষ্টিপাত দেখা যায়, আবার দমকা হাওয়ার কারণে দক্ষিণের উপকূলীয় এলাকা ও বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হয়।এটি প্রমাণ করে যে বর্ষার পরেও ভারতের আবহাওয়া স্থির থাকে না এবং বিভিন্ন কারনে পরিবর্তিত হয়।

ভারতে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের আবহাওয়া সতর্কতা জারি করা হয়। মৌসম বিভাগ দেশের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টি, ঝড়, তুষারপাত ও শৈত্যপ্রবাহের জন্য সতর্কতা জারি করে থাকে।উদাহরণস্বরূপ, কিছু সময়ে ভারী বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি নিয়ে সতর্কতা জারি হয়েছিল এবং পশ্চিম ভারত, মধ্যভারত ও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে ঝড়-ঝড়ির সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল।সতর্কতাগুলি সাধারণত হয়, লাল সতর্কতা: অত্যন্ত ভারী বৃষ্টি বা চরম আবহাওয়া। কমলা সতর্কতা: ভারী বৃষ্টি ও ঝড়ের আশঙ্কা। হলুদ সতর্কতা: মাঝারি ঝড় বা বৃষ্টি। সবুজ সতর্কতা: অপেক্ষাকৃত সাধারণ আবহাওয়া। এসব সতর্কতা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে জারি হয় এবং এর লক্ষ্য থাকে জনজীবন ও প্রাণি-সম্পদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

ভারতের আবহাওয়া নিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা শুধু আবহাওয়া পরিবর্তনের মাত্রা নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবও রাখে।সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ কলকাতা শহরে এক বিস্ময়কর ক্লাউডবার্স ঘটেছিল, যার ফলে অতি ভারী বৃষ্টি হয়ে দ্রুত জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছিল। এতে শহরের বিভিন্ন এলাকা কয়েকদিন জলমগ্ন ছিল এবং এতে কিছু মানুষের প্রাণহানি ও ক্ষতি ঘটেছিল।

এমন ঘটনাগুলি সাধারণ বৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং স্বল্প সময়ে বিরামহীন বৃষ্টি চলে যায়, যার ফলে শহরসহ আশেপাশের অঞ্চলে জলাবদ্ধতা ও অন্যান্য সমস্য তৈরি হয়। উত্তরাখণ্ডে ২০২৫ সালের আগস্টে একটি ফ্ল্যাশ ফ্লাড হয়েছিল। এতে পাহাড়ি এলাকাগুলিতে বাড়াবাড়ি বৃষ্টি এবং মৌসুমি পরিবর্তনের কারণে বড় ক্ষতি ও লোকহানি ঘটেছিল। ভারতে অতিস্বাভাবিক তাপমাত্রা বা তাপপ্রবাহও একটি বড় সমস্যা। ২০২৫ সালে ভারত-পাকিস্তান অঞ্চলে মারাত্মক তাপপ্রবাহ ছিল, যেখানে রেকর্ড উচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিল। তাপপ্রবাহ সাধারণত গ্রীষ্মকালে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত বেশি দেখা যায়, এবং এর তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি শুধু মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যই ঝুঁকি নয়, বরং কৃষিকাজ ও অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলে। গবেষণাগুলি যেমন বলছে ভবিষ্যতে এই তাপপ্রবাহ আরও অধিক দিন স্থায়ী হতে পারে এবং আরও বেশি চাপে পড়বে। এই ধরনের প্রবণতা একটি গ্লোবাল উষ্ণায়নের প্রভাব হিসেবেও দেখা হচ্ছে। ভারতে আবহাওয়া পূর্বাভাস আরও উন্নত করার লক্ষে "ভারত পূর্বাভাস ব্যবস্থা" নামক একটি উচ্চ-রেজোলিউশন পূর্বাভাস ব্যবস্থা চালু হয়েছে, যা আইএমডি-কে বিস্তারিত ও নির্ভুল পূর্বাভাস দিতে সহায়তা করবে। এই সিস্টেমটি দেশটির আবহাওয়া পরিস্থিতি গতিশীলভাবে পর্যবেক্ষণে সক্ষম করে এবং ঘূর্ণিঝড়, ভারী বৃষ্টি, তাপপ্রবাহ, শৈত্যপ্রবাহ সহ অন্যান্য প্রতিকূল পরিস্থিতি আরও নির্ভুলভাবে পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে।

ভারতের আবহাওয়া একটি জটিল ও উন্মুক্ত ব্যবস্থা। বিভিন্ন ভূ-ভাগ, ঋতু ও মৌসুমের কারণে দেশজুড়ে আবহাওয়া নিয়মিত পরিবর্তিত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে শীত, বৃষ্টি, শৈত্যপ্রবাহ, ঘূর্ণাবর্ত, ঝড় এবং তাপপ্রবাহএসবের প্রভাবে আবহাওয়া চ্যালেঞ্জিং রূপ নিয়েছে। আইএমডি-র সতর্কতা ও উন্নত পূর্বাভাস ব্যবস্থা জনজীবন, কৃষি, পরিবহন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে সহায়তা করছে। তবুও, আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে ভারতের সামনে আরও বড় চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, বিশেষত গ্লোবাল উষ্ণায়ন ও বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তনের কারণে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আগামী কয়েকদিনে আবহাওয়ার বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণাবর্ত এবং মৌসুমি প্রভাবের কারণে উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আবহাওয়া পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।কিছু রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা বাড়বে, আবার কোথাও ভারী বৃষ্টি ও ঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে।

উত্তর ভারতে শীত ও কুয়াশা বাড়বে। ওই রাজ্যগুলি হল দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর। আগামী ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে নামতে পারে। ফলে, ভোর ও সকালে ঘন কুয়াশা, কিছু এলাকায় শৈত্যপ্রবাহ, পাহাড়ি অঞ্চলে তুষারপাতের সম্ভাবনা, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কুয়াশার কারণে সড়ক, রেল ও বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। কৃষিকাজেও এর প্রভাব পড়তে পারে।

পূর্ব ভারত ও পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টি ও মেঘলা আবহাওয়া দেখা যাবে। ওই রাজ্যগুলি হল, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল। পূর্ব ভারতে আগামী কয়েকদিন আকাশ মেঘলা থাকবে। কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাতে, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, কোথাও কোথাও দমকা হাওয়া, সকালের দিকে কুয়াশা এবং তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে দক্ষিণবঙ্গে হালকা বৃষ্টি হতে পারে, উত্তরবঙ্গে রয়েছে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং পাহাড়ি এলাকায় কুয়াশা ও ঠান্ডা বাড়বে।

মধ্য ভারতে ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। ওই রাজ্যগুলি হল মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, বিদর্ভ এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ। মধ্য ভারতে ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাতে, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, বজ্রপাতের আশঙ্কা, কিছু এলাকায় শিলাবৃষ্টি হতে পারে এবং দমকা হাওয়া বইতে পারে। খোলা জায়গায় কাজ করা মানুষদের সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ওই রাজ্যগুলি হল তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা। পূর্বাভাস অন্যায়ী দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়, কোথাও কোথাও জল জমার আশঙ্কা এবং সমুদ্রে উত্তাল পরিস্থিতি থাকতে পারে। জেলেদের সমুদ্রে মাছ ধরতে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

পশ্চিম ভারতে তাপমাত্রার ওঠানামা পরিলক্ষিত হবে। ওই রাজ্যগুলি হল গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া এবং রাজস্থানের কিছু অংশ। পূর্বাভাস অনুযায়ী পশ্চিম ভারতে দিনের বেলায় তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে, তবে রাতে ঠান্ডা বাড়তে পারে।সাথে হালকা বৃষ্টি, আংশিক মেঘলা আকাশ এবং শীতের অনুভূতি বাড়বে।

আগামী ৭ দিনের সার্বিক পূর্বাভাস অনুযায়ী আইএমডি-এর মতে, আগামী এক সপ্তাহে উত্তর ভারতে শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে। পূর্ব ভারতে হালকা বৃষ্টি চলবে। দক্ষিণ ভারতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মধ্য ভারতে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে। কুয়াশা দেশের বহু অংশে প্রভাব ফেলবে আবহাওয়া দফতর সাধারণ মানুষকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছে। বলা হয়েছে, কুয়াশার সময় ধীরে গাড়ি চালান, আলো জ্বালিয়ে চলাচল করুন এবং বিমান ও ট্রেনের সময়সূচি দেখে বের হন। কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, বৃষ্টির সম্ভাবনায় ফসল রক্ষা করুন। শিলাবৃষ্টি হলে সতর্ক থাকুন। মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতের দিকে নজর রাখুন। সাধারণ নাগরিকদের বলা হয়েছে, শীতের সময় গরম পোশাক ব্যবহার করুন। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় দাঁড়াবেন না। জলাবদ্ধ এলাকায় সাবধানে চলাচল করুন।বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অংশে আবহাওয়ার বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোথাও শৈত্যপ্রবাহ, কোথাও ভারী বৃষ্টি, আবার কোথাও কুয়াশা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করছে।আগামী কয়েকদিন এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে। তাই নিয়মিত আবহাওয়া আপডেট দেখে চলা এবং সতর্কতা মেনে চলাই সবচেয়ে নিরাপদ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে আশীষ সাহার নেতৃত্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজন করা হয়।

উদ্ভাবন ও উন্নত উৎপাদনে বিশ্বকেন্দ্র হতে বাজেট বড় পদক্ষেপ: এসবিআই চেয়ারম্যান

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি: ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট ভারতকে উদ্ভাবন ও উন্নত উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপএমনটাই মন্তব্য করেছেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার (এসবিআই) চেয়ারম্যান চল্লা শ্রীনিবাসুলু সেট্টি।

এসবিআই-এর 'ইউনিয়ন বাজেট ২০২৬-২৭ অ্যানালিসিস রিপোর্ট'-এ তিনি বলেন, এই বাজেটে নীতিগত ধারাবাহিকতা ও কর ব্যবস্থায় পূর্বানুমানযোগ্যতা বজায় রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে গ্রামীণ ও শহুরে, ঐতিহ্যগত ও উদীয়মানউভয় ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা স্পষ্ট।

সেট্টির মতে, বাজেটের একটি দিক পূর্বপরিচিতযেখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ও উদীয়মান খাতগুলিতে জোর দেওয়া হয়েছে। অবকাঠামো খাত এখনও অর্থনীতির মূল ভরকেন্দ্র হিসেবে থাকছে এবং প্রস্তাবিত বিনিয়োগ বৃদ্ধিও তার প্রমাণ।

ব্যাঙ্কিং খাতের জন্য এই বাজেটে একাধিক ইতিবাচক দিক ও সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলা, আর্থিক বাজারকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও স্থিতিশীল রাখা এবং ভারতের আগামী প্রবৃদ্ধি পর্যায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাএসবই এখন ব্যাঙ্কিং খাতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাজেটে ভবিষ্যতমুখী খাত বা 'সানরাইজ সেক্টর'-এ বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সেমিকন্ডাক্টর, ডেটা সেন্টার, কার্বন ক্যাপচার ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ।

মৌলিক আর্থিক হিসাবের প্রসঙ্গে সেট্টি বলেন, বাজেটের বরাদ্দ ১০ শতাংশ নামমাত্র জিডিপি প্রবৃদ্ধির অনুমানের ভিত্তিতে করা হয়েছে, যা বর্তমান মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে বাস্তবসম্মত। এর ভিত্তিতে আর্থিক ঘাটতি জিডিপির ৪.৩ শতাংশ ধরা হয়েছে।

গ্রামীণ ও কৃষিক্ষেত্রে বাজেটে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছেযেমন চন্দন, কাজু, মৎস্যচাষ। পাশাপাশি ৫০০টি জলাধারের সমন্বিত উন্নয়ন, নারকেল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকল্প, পুরনো ও কম ফলনশীল বাগানের পুনরুজ্জীবন এবং আখরোট, বাদাম ও পাইন নাটের উচ্চঘনত্ব চাষ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। কৃষিতে এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রেও 'অ্যাগ্রি স্ট্যাক' পোর্টালের মাধ্যমে প্রযুক্তি সংযুক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

পরিষেবা খাতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বিশেষত পর্যটন, 'অরেঞ্জ ইকোনমি' ও শিক্ষা ক্ষেত্রে। প্রস্তাবিত অবকাঠামো ও সংযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে এই খাতগুলির উন্নয়ন পরিপূরক ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। 'এডুকেশন টু এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ' শীর্ষক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন স্থায়ী কমিটি পরিষেবা খাতকে 'বিকশিত ভারত'-এর অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করবে। বৃহৎ পরিসরের বিশেষায়িত নির্মাণ কাজের জন্য দেশীয় অবকাঠামো যন্ত্রপাতির সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার লক্ষ্যে উচ্চমূল্যের ও প্রযুক্তিনির্ভর নির্মাণ ও অবকাঠামো সরঞ্জামের দেশীয় উৎপাদনের প্রস্তাবও বাজেটে রয়েছে।

বেসরকারি ডেভেলপারদের আস্থা বাড়াতে 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিস্ক গ্যারান্টি ফান্ড' গঠনের কথাও বলা হয়েছে, যা ঋণদাতাদের আংশিক ঋণ গ্যারান্টি প্রদান করবে।

দ্রুত নগরায়নের বাস্তবতা মাথায় রেখে 'সিটি ইকোনমিক রিজিয়ন' চিহ্নিত করা হবে এবং প্রতিটি সিইআর-এ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৫ বছরে ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে।

সানরাইজ খাতে ভারতীয় সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০ চালুর মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ও উপাদান উৎপাদন, পূর্ণাঙ্গ দেশীয় ডিজাইন সক্ষমতা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি 'ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন'-এর পরিপূরক হিসেবে 'রেয়ার আর্থ করিডর' গঠন এবং মূলধনী যন্ত্র আমদানিতে শুল্ক ছাড়ের প্রস্তাবও রয়েছে।

সেট্টির কথায়, জনকেন্দ্রিক উদ্যোগ, ব্যবসা ও জীবনযাপনের সহজীকরণএই সব 'নরম' দিকগুলি দেশের সামনে থাকা কঠিন চ্যালেঞ্জগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে এগোনোর ইঙ্গিত দেয়।

APPOINTMENT

GOVERNMENT OF TRIPURA POWER DEPARTMENT
Dated: Agartala, the 2nd February,2026.

In reference to the advertisement issued vide No.F.9(8)/Power/2025/2154 Dated: 16-12-2025 by the Power Department, Government of Tripura, inviting applications for the post of Director (Technical) of the Tripura Power Generation Limited (TPGL), it has been decided to extend the last date of submission of application to 16th February,2026.

ICA|D|1899/26

(U. Sinha)
Additional Secretary to the Government of Tripura
Power Department.

দরং রাজাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণে ৫০ কোটি টাকার অনুদান, কোচ রাজবংশের ঐতিহ্যকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ২ ফেব্রুয়ারি : অসমের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার দরং জেলার পিপোরা দোকানে অনুষ্ঠিত ৫১৬তম বিশ্ব মহাবীর চিলারাই দিবস উদযাপনে তিনি দরং রাজাদের ঐতিহ্য রক্ষায় ৫০ কোটি টাকার অনুদানের কথা ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে কোচ রাজবংশের রাজকীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার রক্ষা করা এবং আগামী প্রজন্মকে রাজ্যের গৌরবময় অতীতের সঙ্গে যুক্ত রাখা রাজ্য সরকারের অঙ্গীকার। তিনি দরং জেলা প্রশাসন ও গণপূর্ত দফতরকে অবিলম্বে ঐতিহ্য সংরক্ষণ প্রকল্প হাতে নেওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ, সংস্কারের কাজ যেন কোচ রাজবংশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও অসমের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিকাশে তাদের অবদান যথাযথভাবে তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দরং রাজ্যের মহারাজ কৃষ্ণনারায়ণের মূর্তি উন্মোচন করেন এবং ভার্চুয়ালি মঙ্গলদৈ ও গোলাঘাটে নির্মিত চিলারাই ভবনের উদ্বোধন করেন। মহাবীর চিলারাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শর্মা তাঁকে অসমের ইতিহাসের "সোনালি অধ্যায়ের রূপকার" বলে উল্লেখ করেন। কোচ রাজবংশের উত্থান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রাচীন কামরূপে কোচ জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব, পাল রাজবংশের পতনের পর তাদের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব সিংহের হাত ধরে কোচ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাএই ধারাই পরবর্তীতে মহারাজ নারায়ণনারায়ণের আমলে শিখরে পৌঁছায়, যেখানে চিলারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

তিনি বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বজ্রগতির আক্রমণের জন্যই চিলারাই এই নাম অর্জন করেন।

তাঁর নেতৃত্বে স্থল ও নৌবাহিনী সমন্বিত একটি সুসংগঠিত সামরিক কাঠামো গড়ে ওঠে, যার ফলে আহোম, কাছাড়ি, জৈন্তিয়া, ত্রিপুরা ও শিলেট অঞ্চল পর্যন্ত সাফল্য অর্জিত হয়।

ঐতিহাসিক গোহাইন কামাল আলি সড়ক নির্মাণকেও তিনি চিলারাইয়ের দূরদর্শিতার নিদর্শন বলে উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নারায়ণনারায়ণ ও চিলারাইয়ের আমলে কামাখ্যা ও হয়গ্রীব মাধব মন্দিরের পুনর্নির্মাণ অসমের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের প্রতীক।

এদিন তিনি আমিনগাঁওয়ে অল অসম কোচ রাজবংশী সম্মিলনীর জন্য জমি বরাদ্দ ও একটি কার্যালয় নির্মাণের ঘোষণাও করেন। তাঁর কথায়, অসমের আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও পরিচয় রক্ষায় রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।

উত্তরপ্রদেশের স্কুলে পড়ুয়াকে মারধর মুখে জুতো ঘষে দেওয়ার অভিযোগ দৃষ্টিশক্তি হারানোর দাবি পরিবারের

লখনউ, ২ ফেব্রুয়ারী : উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের একটি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির এক পড়ুয়াকে মারধর করে তার মুখ ও চোখে জুতো ঘষে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে সহপাঠীদের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত পড়ুয়ার পরিবারের দাবি, এই ঘটনার জেরে শিশুটির চোখে মারাত্মক আঘাত লেগেছে এবং সে দৃষ্টিশক্তিও হারিয়েছে। বর্তমানে সে লখনউয়ের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি গত ২১ জানুয়ারি দুপুরে স্কুলের মধ্যেই ঘটে। অভিযোগ, পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্র এবং তৃতীয় শ্রেণির আর এক পড়ুয়া মিলে স্কুলের মাঠে ওই ছাত্রকে মারধর করে। পরে তাকে মাটিতে ফেলে তার চোখ ও মুখে জুতো ঘষে দেওয়া হয়।

আক্রান্ত পড়ুয়ার মা স্থানীয় থানায় দায়ের করা লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, মারধরের জেরে তাঁর সন্তান গুরুতর জখম হয়েছে। তাঁর দাবি, ঘটনার পর থেকেই শিশুটি চোখে দেখতে পাচ্ছে না।

পরিবারের আরও অভিযোগ, বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও তারা কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। উল্টে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এই কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও গাফিলতির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার দিন স্কুলে ঠিক কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে স্কুলের অন্যান্য পড়ুয়া ও কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলা হতে পারে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৮.৩৫ লক্ষের বেশি বিমা দাবি নিষ্পত্তি, লোকসভায় জানালেন প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারী : ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দেশে ৮ লক্ষ ৩৫ হাজারেরও বেশি বিমা দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০১৪ সালের পর থেকে সাধারণ নাগরিক, বিশেষ করে কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষার জন্য একাধিক বিমা প্রকল্প চালু করেছে কেন্দ্র সরকার। প্রতিমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা-য় নথিভুক্ত উপভোক্তাদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশই মহিলা। বিভিন্ন বিমা প্রকল্পে দাবি নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা-র অধীনে মোট ৬ লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি দাবি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সাধারণ বিমার ক্ষেত্রে প্রায় ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ব্যক্তি দাবি বাবদ অর্থ পেয়েছেন বলে জানান তিনি। স্বাস্থ্য বিমার আওতায় ৯৯ হাজারেরও বেশি দাবি নিষ্পত্তি হয়েছে বলেও সংসদে উল্লেখ করেন পঙ্কজ চৌধুরী।

অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক ঝড়, সুনেত্রার শপথ ঘিরে 'বিজেপি কারসাজি' অভিযোগ সামনার

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি : মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর পর রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক থামার নাম নিচ্ছে না। তাঁর স্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ারকে উপমুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ গ্রহণ করানো নিয়ে এবার সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে কারসাজির অভিযোগ তুলল উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার মুখপত্র সামনা।

সোমবার প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে দাবি করা হয়েছে, এনসিপি-র দুই গোষ্ঠীর সম্ভাব্য ঐক্য রুখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেখানে অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে অজিত পাওয়ার ঘনিষ্ঠ নেতা সুনীল তাৎকারে ও প্রফুল্ল পটেল চাননি এনসিপি-র বিভক্ত দুই শিবির একত্রিত হোক। সেই কারণেই হঠাৎ করেই সুনেত্রা পাওয়ারকে উপমুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়তে আরও প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত আদৌ কার ছিল? সামনার দাবি, এনসিপি (শরদ পাওয়ার গোষ্ঠী)-র সভাপতি শরদ পাওয়ার, কার্যকরী সভাপতি সুপ্রিয়া সুলে কিংবা পাওয়ার পরিবারের অন্য সদস্যদের কেউই এ বিষয়ে আগে থেকে জানতেন না। এমনকি সুনেত্রা পাওয়ার নিজেও কাউকে না জানিয়ে বারামতি থেকে মুম্বই গিয়ে শপথ নিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। সামনায় আরও বলা হয়েছে, অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর পর পাওয়ার পরিবারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হয়েছে এবং অনেকেই এই সমস্যার সমাধান চান না। উদ্ধবসেনার অভিযোগ, অজিত পাওয়ার গোষ্ঠীর নেতৃত্ব প্রফুল্ল পটেলের হাতে চলে যাওয়া আটকাতেই সুনেত্রাকে দ্রুত উপমুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর মাত্র তিন দিনের মধ্যে শনিবার সুনেত্রা পাওয়ার মহারাষ্ট্রের প্রথম মহিলা উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজ্যজুড়ে সমালোচনা শুরু হয়। অজিত বিরোধী এনসিপি গোষ্ঠী জানিয়েছে, শপথ অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাদের কোনও পূর্বতথ্য ছিল না।

এদিকে অজিত পাওয়ারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দুর্ঘটনা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শিবসেনা (উদ্ধব শিবির) নেতা সঞ্জয় রাউত প্রকাশ্যে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, "অজিত পাওয়ারের দুর্ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। তাঁর নিজের দলেও এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা উচিত। কিছু তো সন্দেহজনক রয়েছে। পর্দার আড়ালে নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।"

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঘটনার তদন্তের দাবি তুলেছেন। কংগ্রেস শিবিরের একাংশও 'ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা' উড়িয়ে দিচ্ছে না। সব মিলিয়ে অজিত পাওয়ারের মৃত্যু ও তার পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ মহারাষ্ট্র রাজনীতিকে নতুন করে নাড়িয়ে দিয়েছে।

P'NIET No.: 131/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated: 27/01/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) of lift or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to provide service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the maintenance period, for following work:

DNIeT No.	73/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of Work:	Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 02 (Two) No. Elevators (TKE make) of 26 passenger capacity installed at NTH-I Building in AGMC & GBP Hospital Agartala, West Tripura for 02 (Two) years during the period 2026-2028.(2nd Call)
Estimated cost:	₹.20,02,658.00
Time of Completion:	730(Seven Hundred Thirty) days
Earnest Money:	₹40,053.00
Bid Fee	Rs.1,000.00
Last date and time of submission of bid:	07/02/2026

Last date and time of submission of bid: 07/02/2026
The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in
ICA/C-4085/26

Executive Engineer
Mechanical Division
Tripura

The Executive Engineer, W.R Division No-II, Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 28/EE/WRD- II/2025-2026, Dated 27-01-2026.

Sl No	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIeT No:13/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26	Rs.74,59,864.00	Rs.1,49,193.00	180 (one hundred eighty) days	Rs.4,000.00
2	DNIeT No:14/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26	Rs.56,20,176.00	Rs.1,12,404.00	180 (one hundred eighty) days	Rs.4,000.00
3	DNIeT No:15/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26	Rs.78,26,483.00	Rs.1,56,530.00	180 (one hundred eighty) days	Rs.4,000.00
4	DNIeT No:16/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26	Rs.58,07,465.00	Rs.1,16,149.00	180 (one hundred eighty) days	Rs.4,000.00
5	DNIeT No:17/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26	Rs.37,46,747.00	Rs.74,935.00	180 (one hundred eighty) days	Rs.1,000.00
6	DNIeT No:18/SE/WRC-I/DNIeT/2025-26	Rs.28,22,653.00	Rs.56,453.00	180 (one hundred eighty) days	Rs.1,000.00

Last Date of bidding for bids 05-02-2026 upto 15.00 Hrs. Opening of Bid on 05-02-2026 at 15.30 Hrs. If possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-4080 126

(Er. Parimal Debnath),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
Visvesvaraya Complex, Kunjaban, Agartala

PNIT No. F. 38/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2025-26 date: 28-01-2026

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B) on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl. No.	Name of work/ DNIeT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	121/SE-II/PWD(R&B)/2025-26	₹ 56,84,152.00	₹ 1,13,683.00	180 (One hundred eighty) Days
2	122/SE-II/PWD(R&B)/2025-26	₹ 65,94,587.00	₹ 1,31,892.00	180 (One hundred eighty) Days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/4075/26

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai Tripura

PRESS NOTICE INVITING eTENDER No: 36/EE/AGRI/N/2025-26

On behalf of the Government of Tripura the Executive Engineer(Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate etender on Single bid system from the eligible bidders for the following works:-

Sl. No	Name of Work	e-DNIT No.	Estimated cost	Earnest Money (in Rs)
1	2	3	4	5
1.	Establishment for Krishak Bandhu Kendra S/H:- Installation of Internal Electrification at Krishak Bandhu Kendra at Ganganagar under Dhalai District, Tripura	42/EE/AGRI/NORTH/ 2025-26	Rs. 3,75,177/-	Rs. 7,504/-

Last date and time for documents downloading and bidding upto 15:00 Hrs on 06/02/2026 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 06/02/2026 (if possible). Any, subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more information please kindly visit: tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 4069/26

For & on behalf of Governor of Tripura
[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer(North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura

প্রধানমন্ত্রী যোজনার আওতায় সোমবার প্রাপকদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শাসন, বৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঘোষণা হল ইন্ডিয়া—এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬

নয়াদিল্লি : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা, উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়নকে নতুন দিশা দিতে আগামী ১৬ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত হতে চলেছে ইন্ডিয়া—এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬। এই সম্মেলনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো গ্লোবাল সাউথে একটি বৈশ্বিক এআই সামিট আয়োজন করতে চলেছে ভারত। এই শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতা, নীতিনির্ধারক, শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধি, গবেষক ও উদ্ভাবকেরা অংশ নেবেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে শাসনব্যবস্থা, উদ্ভাবন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে তা নিয়েই মূলত আলোচনা হবে।ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উন্নত শাসনব্যবস্থা, অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি এবং জনপরিষেবা সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিতে এআই ইতিমধ্যেই কার্যকর ভূমিকা রাখছে। 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতের এআই কৌশল মানুষকেন্দ্রিক ও উন্নয়নমুখী। দেশের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে কাজে লাগিয়ে বহুভাষিক ও মাল্টিমোডাল এআই সিস্টেম গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।আন্তর্জাতিক এআই ফোরামগুলিতে গৃহীত আলোচনার ফলাফলকে বাস্তব উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে রূপ দেওয়াই এই সামিটের অন্যতম লক্ষ্য। ইন্ডিয়া এআই মিশন এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগ-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এআই ব্যবহারের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করা হবে। পাশাপাশি, দায়িত্বশীল ও নৈতিক এআই ব্যবহারে বহুপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যও নেওয়া হয়েছে।ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এআই ইতিমধ্যেই রূপান্তরমূলক ভূমিকা পালন করছে। স্বাস্থ্যখাতে এআই-ভিত্তিক রিমোট ডায়াগনস্টিকস, টেলিমেডিসিন ও মেডিক্যাল ইমেজ বিশ্লেষণ গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করছে। কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে আবহাওয়া পূর্বাভাস, কীটপতঙ্গ শনাক্তকরণ, প্রিসিশন ফার্মিং এবং ড্রোন-ভিত্তিক নজরদারি কৃষকের উৎপাদনশীলতা ও আয় বাড়াচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম, এআই টিউটরিং এবং ভাষান্তর প্রযুক্তি বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য করছে। আর্থিক পরিষেবা ও বাণিজ্যে জালিয়াতি শনাক্তকরণ, ঋণ মূল্যায়ন ও গ্রাহক পরিষেবায় এআই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করছে। শাসন ও জনপরিষেবায় আদালতের রায় অনুবাদ, স্মার্ট সিটি ব্যবস্থাপনা ও বিচার বিভাগে মামলা ব্যবস্থাপনা উন্নত করে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বাড়ানো হচ্ছে।এই সম্মেলনের ভিত্তি হবে তিনটি মূল নীতি বা 'সূত্র', যা প্রভাবভিত্তিক এআই সহযোগিতাকে পথ দেখাবে। এই সূত্রগুলিকে বাস্তবায়িত করা হবে সাতটি 'চক্র'-এর মাধ্যমে। এই চক্রগুলির মূল ক্ষেত্রগুলি হল, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য এআই, স্থিতিস্থাপকতা ও টেকসই উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, এআই সম্পদের গণতন্ত্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণে এআই। এই কাঠামো বিশ্বব্যাপী এআই কৌশলকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করবে।সামিটের আগে একাধিক প্রি-সামিট ইভেন্ট এবং দেশের আটটি রাজ্যে আঞ্চলিক এআই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। মূল সম্মেলনের সময় বিষয়ভিত্তিক অধিবেশনগুলিও আয়োজন করা হবে। ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন অংশীজনের কাছ থেকে ৭০০টিরও বেশি প্রস্তাব জমা পড়েছে।১৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে এআই কম্পেন্ডিয়াম, যেখানে অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্রে এআই-এর বাস্তব প্রয়োগ নথিভুক্ত থাকবে। পাশাপাশি সবার জন্য এআই, নারীদের দ্বারা এআই এবং যুব এআই-এর মতো একাধিক ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগের সূচনা হবে, যা নারী নেতৃত্বাধীন উদ্ভাবন, যুব অংশগ্রহণ ও স্কেলযোগ্য সমাধানকে উৎসাহিত করবে।১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে এআই ও তার প্রভাব বিষয়ক গবেষণা সিম্পোজিয়াম, যেখানে জ্ঞান সহযোগী হিসেবে থাকবে আইআইআইটি হায়দরাবাদ। এছাড়াও, ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপো ২০২৬ সত্তর হাজার বর্গমিটারেরও বেশি এলাকাজুড়ে বৃহৎ পরিসরে এআই প্রয়োগ প্রদর্শন করবে। এই এক্সপোতে ১.৫ লক্ষেরও বেশি দর্শক এবং ৪০০টির বেশি প্রদর্শক অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।এই সামিটে সহায়তা করছে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক, ইন্ডিয়া এআই মিশন, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কস অফ ইন্ডিয়া এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগ। এই প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ফলে জাতীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি বাস্তব কর্মসূচিতে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্ডিয়া---এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ এআই শাসন কাঠামোকে শক্তিশালী করবে, দক্ষতা উন্নয়নে গতি আনবে, আঞ্চলিক প্রস্তুতি মূল্যায়ন করবে এবং সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্টার্টআপ ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে উন্নয়নের কেন্দ্রে রেখে ভারত বিশ্বকে দেখাতে চায় কীভাবে এআই অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি, কার্যকর শাসন এবং দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক কল্যাণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

আফ্রিকার দেশগুলিতে এআই-ভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে একজোট গেটস ফাউন্ডেশন ও ওপেনএআই

আফ্রিকার দেশগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের ঘোষণা করল গেটস ফাউন্ডেশন ও ওপেনএআই। দুই সংস্থা মিলিতভাবে ৫০ মিলিয়ন ডলারের একটি অংশীদারিত্ব গড়ে তুলছে, যার নাম 'হরাইজন১০০০'।এই অংশীদারিত্বের আওতায় আফ্রিকার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এআই প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নির্ধারণ করা হবে। প্রাথমিকভাবে এই কর্মসূচি শুরু হবে রুয়ান্ডা থেকে। গেটস এক ব্লগ পোস্টে উদ্যোগের কথা ঘোষণা করে বলেন, স্বল্প আয়ের দেশগুলিতে যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীর চরম অভাব এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দুর্বল, সেখানে এআই গুণগত স্বাস্থ্যসেবার পরিধি বাড়াতে একটি গেমচেঞ্জার হয়ে উঠতে পারে। তিনি আগেও একাধিকবার এআই-কে ইতিহাসের অন্যতম রূপান্তরমূলক প্রযুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।গেটস ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যেই একাধিক এআই-ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, রুয়ান্ডা গত বছর কিগালিতে একটি এআই হেলথ হাব প্রতিষ্ঠা করেছে, যা এই অংশীদারিত্বের জন্য একটি শক্ত ভিত তৈরি করছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।গেটস জানিয়েছেন, হরাইজন১০০০ প্রকল্পের লক্ষ্য ২০২৮ সালের মধ্যে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অন্তত ১,০০০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সংলগ্ন সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছনো। এর মাধ্যমে রোগ নির্ণয়, রোগ পর্যবেক্ষণ, চিকিৎসা পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাপনায় এআই-এর ব্যবহার বাড়ানো হবে।এই ঘোষণার সময়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা। বর্তমানে বহু নিম্ন আয়ের দেশ আন্তর্জাতিক সাহায্যের বাজেট ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার সমস্যায় ভুগছে। গেটস গত ডিসেম্বরেই জানিয়েছিলেন, এই ধরনের আর্থিক কাটছাঁটের ফলে এই শতাব্দীতে প্রথমবারের মতো প্রতিরোধযোগ্য শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে।গেটসের মতে, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব থাকা দেশগুলিতে এআই বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে। তাঁর উল্লেখ করা পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সাব-সাহারান আফ্রিকায় প্রায় ৬০ লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এআই-ভিত্তিক প্রযুক্তি রোগ নির্ণয়, সিদ্ধান্ত সহায়তা ও দূরবর্তী স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, হরাইজন১০০০-এর মতো উদ্যোগ সফল হলে আফ্রিকার দেশগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণগত মান ও পৌঁছনোর ক্ষমতায় মৌলিক পরিবর্তন আসতে পারে এবং ভবিষ্যতে এটি অন্য উন্নয়নশীল অঞ্চলের জন্যও একটি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে।

টাইরানোসরাস রেক্স ৪০ বছর বয়সে পৌঁছাত পূর্ণ আকারে

টাইরানোসরাস রেক্স, ভূমির অন্যতম ভয়ংকর এবং বৃহৎ মাংসাশী ডাইনোসর পুরোপুরি বড় হওয়ার জন্য প্রায় ৪০ বছর সময় নিয়েছিল, যা পূর্বে ধারণা করা হয়েছিল ২৫ বছর। নতুন গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে, যেখানে ১৭টি জীবাশ্মের পায়ের হাড়ের হাড়ের সূক্ষ্ম কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্যালিওহিস্টোলজিস্ট হলি উডওয়ার্ড, এই গবেষণার প্রধান লেখক বলেছেন, টাইরানোসরাস রেক্সের বৃদ্ধি প্রত্যাশার চেয়ে ধীরে ধীরে হয়েছে। এটি দ্রুত বড় হতে পারেনি, বরং জীবনের অনেকটা সময় কিশোর ও উপ-বৃদ্ধ বয়সের আকারে কাটিয়েছে।

গবেষকরা বার্ষিক বৃদ্ধি-রিং বিশ্লেষণ করেছেন, যেমন গাছের কাণ্ডে দেখা যায় যা হাড়ের বৃদ্ধি এবং বয়স নির্ধারণে সাহায্য করেছে। ফলাফলে দেখা গেছে, প্রতিটি টি. রেক্স-এর বৃদ্ধি ভেরিয়েবল ছিল। কিছু বছরে খুব কম বৃদ্ধি ঘটত, অন্য বছরে অনেক বৃদ্ধি হতো। উডওয়ার্ডের মতে, এই ভেরিয়েবিলিটি সম্ভবত খাদ্য এবং পরিবেশগত পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। পরিস্থিতি খারাপ হলে বৃদ্ধি কমত, ভালো হলে দ্রুত বৃদ্ধি হতো। এই নমনীয়তা টি. রেক্স-কে কঠিন সময়ে টিকে থাকতে সাহায্য করত এবং অন্যান্য মাংসাশীদের তুলনায় বড় হতে সক্ষম করত। টাইরানোসরাস রেক্স ক্রিটেশিয়াস যুগে পশ্চিম উত্তর আমেরিকায় বাস করত। এটি প্রায় ৪০ ফুট (১২.৩ মিটার) দৈর্ঘ্যের, বিশাল মাথা ও শক্তিশালী দন্তাধারণ করত, দুই পায়ে চলত এবং দু'টি আঙুলসহ ছোট হাত ছিল। পূর্ববর্তী গবেষণায় টাইরানোসরাসের জীবনকাল প্রায় ৩০ বছর অনুমান করা হয়েছিল। তবে চ্যাপম্যান ইউনিভার্সিটির প্যালিওনটোলজিস্ট এবং গবেষণার সহ-লেখক জ্যাক হর্নারের মতে, নতুন গবেষণায় এটি ৪৫—৫০ বছরের জীবনকাল থাকতে পারে।

টি. রেক্স বিভিন্ন উদ্ভিদভক্ষী ডাইনোসর শিকার করত, যেমন এডমন্টোসরাস, ট্রাইসেরাটপস এবং অ্যালামোসরাস। হর্নার বলেন, বৃদ্ধির দীর্ঘায়ু ও মধ্যবর্তী বৃদ্ধির বিরতি যুব টি. রেক্স-কে আলাদা খাদ্য কৌশল অনুসরণ করতে সাহায্য করত। বড় প্রাপ্তবয়স্করা আরও সুযোগসন্ধানী এবং স্ক্যাভেঞ্জিং করত, আর ছোটরা সরাসরি শিকার করত।

এই গবেষণায় রকিজ মিউজিয়ামের (মন্টানা) বহু জীবাশ্ম ব্যবহার করা হয়েছে, যা পূর্বের তুলনায় বেশি। গবেষকরা একটি নতুন পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন নমুনার বৃদ্ধির তথ্য একত্রিত করেছেন। ফলে টাইরানোসরাসের জীবনচক্র এবং বৃদ্ধি সম্পর্কিত পূর্ব অনুমানের থেকে অন্য ধরনের ফলাফল এসেছে।

হর্নার বলেন, আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না কোন অনুমানটি সঠিক, কারণ জীবিত টি. রেক্স নেই। তবে নতুন অনুমানগুলো যুক্তিসঙ্গত এবং পরিসংখ্যানগতভাবে বোধগম্য। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে পিয়ারজে জার্নালে।

জলবাষ্প ও কণার পারস্পরিক প্রভাবকে বিবেচনা করা জরুরি, সতর্ক বিজ্ঞানীরা

ইন্দো-গঙ্গীয় সমভূমিতে বায়ুমণ্ডলকে গরম করে জলবাষ্প, অগ্রণী কণার চেয়ে বেশি: গবেষণা

নয়াদিল্লি : নতুন এক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, ইন্দো-গঙ্গীয় সমভূমি অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলকে গরম করার ক্ষেত্রে জলবাষ্পের প্রভাব অগ্রণী কণার চেয়ে অনেক বেশি। ঘনবসতি এবং দূষণে ঝুঁকিপূর্ণ এই অঞ্চলে জলবাষ্প ও অগ্রণী কণার পারস্পরিক প্রভাবকে একসাথে বিবেচনা না করলে ভবিষ্যতের জলবায়ু পূর্বাভাসে বড় ধরনের অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, যদিও কণা ও জলবাষ্প মিলিতভাবে পৃথিবীর বিকিরণ ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে, বায়ুমণ্ডলকে গরম করার ক্ষেত্রে জলবাষ্পের প্রভাবই প্রধান। তবে এই দুই উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া আঞ্চলিক বায়ুমণ্ডলীয় গতিশীলতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করে, যা ভারতীয় গ্রীষ্মকালীন বর্ষা এবং জলবায়ুর বৈচিত্র্যের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে আর্যভট্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব অবজারভেশনাল সায়েন্সেস, নৈনিতাল এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিকস, বেঙ্গালুরু-এর বিজ্ঞানীদের দ্বারা, যাঁরা উভয়েই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও অংশগ্রহণ করেছে ওয়েস্টার্ন ম্যাসিডোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রিস এবং সোকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান।

গবেষকরা ইন্দো-গঙ্গীয় সমভূমিকে কেন্দ্র করে কণার ঘনত্ব এবং জলবাষ্পের বিকিরণ প্রভাব এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। এই অঞ্চলের জটিল বায়ুমণ্ডলীয় সংমিশ্রণ কণার এবং জলবাষ্পের পৃথক ও সম্মিলিত প্রভাব পরিমাপকে চ্যালেঞ্জপূর্ণ করে তোলে।

ডঃ উমেশ চন্দ্র ডুমকা এবং ডঃ শান্তিকুমার এস. নিংগোম্বাম নেতৃত্বে দলটি ৬টি এরোনেট (এরোসল রোবোটিক নেটওয়ার্ক) সাইটের তথ্য ব্যবহার করেছেন। গ্রাউন্ড-ভিত্তিক এই কণা পর্যবেক্ষণকে এসবিডিএআরটি (সান্তা বারবারা ডিসোর্ট বায়ুমণ্ডলীয় বিকিরণ স্থানান্তর) মডেল এর মাধ্যমে বিকিরণ ট্রান্সফার সিমুলেশনের সঙ্গে সংযুক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার প্রধান ফলাফল জলীয়বাষ্পের বিকিরণ প্রভাব কণার উপস্থিতি দ্বারা শক্তভাবে প্রভাবিত হয়। তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার, কণা-মুক্ত বায়ুমণ্ডলে আরও তীব্র। উচ্চ কণা লোডের সময়, জলীয়বাষ্পের প্রভাব বায়ুমণ্ডলের শীর্ষে বেশি প্রকাশ পায়। গবেষকরা দেখেছেন, জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলকে কণার চেয়ে অনেক কার্যকরভাবে গরম করে, যা ইন্দো-গঙ্গীয় সমভূমির আঞ্চলিক জলবায়ুর জন্য প্রাধান্যপূর্ণ। প্রভাবগুলি সূর্যের অবস্থান ও কণার শোষণ সম্পর্কিত বায়ুমণ্ডলীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল।গবেষকরা বলছেন, জলীয়বাষ্প ও কণার সম্মিলিত ও পারস্পরিক প্রভাবকে উপেক্ষা করলে আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তনের মূল্যায়নে ভুল অনুমান ও অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে, বিশেষ করে ঘনবসতি ও সংবেদনশীল অঞ্চলে যেমন ইন্দো-গঙ্গীয় সমভূমি। গবেষণাটি আরও প্রমাণ যোগ করেছে যে, বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানের একটি সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের জলবায়ু মূল্যায়ন এবং জলবায়ু প্রক্ষেপণের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

মরুভূমির ব্যাকটেরিয়া হিমালয়ে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াচ্ছে: নতুন গবেষণা

নয়াদিল্লি : পশ্চিম ভারতের মরুভূমি থেকে উদ্ভূত ধূলিকণা বাতাসের মাধ্যমে হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে পৌঁছাচ্ছে, এবং উচ্চভূমি অঞ্চলে শ্বাসনালী, ত্বক ও জরান্ত্র সংক্রান্ত অসুখের ঝুঁকি বাড়াচ্ছেএমন তথ্য উদ্ভাবন করেছে একটি নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণা।বোস ইনস্টিটিউটের গবেষকরা, যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ -এর অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিম ভারতের শুষ্ক অঞ্চলের ধূলিঝড় পর্যবেক্ষণ করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে এই ধূলিঝড়গুলো ঘনবসতিপূর্ণ ইন্দো-গঙ্গীয় সমভূমি অতিক্রম করে হিমালয়ের শিখরে পৌঁছায়, এবং সাথে বহন করে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, যার মধ্যে রয়েছে রোগজমাটিত ব্যাকটেরিয়া।যদিও হিমালয়ের শিখরের পরিবেশ সাধারণত স্বাস্থ্যবান্ধব হিসেবে বিবেচিত হয়, গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন যে শীতল আবহাওয়া ও কম অক্সিজেনের কারণে স্থানীয় জনসংখ্যার সংবেদনশীলতা ইতিমধ্যেই বাড়ে।

পূর্ব হিমালয়ে গ্লেশিয়ার ঝুঁকি পর্যবেক্ষণের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন আইআইটি গুয়াহাটির

গুয়াহাটি : ভারতের প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) গুয়াহাটির -এর গবেষকরা পূর্ব হিমালয়ের পাহাড়ি অঞ্চলে গ্লেশিয়ার সংক্রান্ত ঝুঁকি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি নতুন প্রেডিকটিভ ফ্রেমওয়ার্ক উদ্ভাবন করেছেন। এই গবেষণায় তারা এমন ৪৯২টি স্থান চিহ্নিত করেছেন যেখানে নতুন গ্লেশিয়ার লেক গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গবেষণায় উচ্চ-রেজোলিউশনের গুগল আর্থ চিত্র এবং ডিজিটাল এলিভেশন মডেল ব্যবহার করা হয়েছে, যা উচ্চ-পাহাড়ি অঞ্চলে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলসম্পদ পরিকল্পনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। মডেলগুলো জটিল ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করতে সক্ষম এবং পূর্বাভাসের অনিশ্চয়তা মূল্যায়ন করে, ফলে পূর্বাভাসগুলো আরও বাস্তবসম্মত ও নির্ভরযোগ্য হয়। এই ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে পূর্ব হিমালয়ের ৪৯২টি সম্ভাব্য গ্লেশিয়ার লেক স্থানের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সতর্ক নজরদারি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রফেসর অজয় দাশোরা সহকারী অধ্যাপক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আইআইটি গুয়াহাটি বলেছেন, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো নির্ধারণ করে এই ফ্রেমওয়ার্ক গ্লেশিয়ার লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড জন্য প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এছাড়াও, এটি সড়ক, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও বসতি স্থাপনের জন্য নিরাপদ স্থান পরিকল্পনায় এবং দীর্ঘমেয়াদি জলসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি হিমালয়ের জনগোষ্ঠী ও অবকাঠামোর ঝুঁকি হ্রাসের একটি কার্যকরী হাতিয়ার।

প্রফেসর দাশোরা আরও উল্লেখ করেছেন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বাইরে, এই পদ্ধতি গ্লেশিয়ারের পশ্চাদপদন অব্যাহত থাকায় জলসম্পদ ব্যবস্থায় কী পরিবর্তন আসতে পারে তা বোঝাতেও সহায়ক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই ফ্রেমওয়ার্ক বিশ্বের অন্যান্য গ্লেসিয়ারযুক্ত অঞ্চলেও প্রয়োগযোগ্য, যা জলবায়ু-সহিষ্ণু পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

গবেষণার ফলাফল নেচার সায়েন্টিফিক রিপোর্টস জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, পূর্ববর্তী অধ্যয়নে প্রায়ই উপেক্ষিত হওয়া ভূমির আকৃতি ও গঠন গ্লেশিয়ার লেক গঠনের অবস্থান ও প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখতে পারে।

গবেষকরা তিনটি প্রেডিকটিভ মডেল পরীক্ষা করেছেন। তা হল লজিস্টিক রিগ্রেশন (এলআর), আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক (এএএন) এবং বেইজিয়ান নিউরাল নেটওয়ার্ক (বিএনএন)। এর মধ্যে বিএনএন মডেল সবচেয়ে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তারা লক্ষ্য করেছেন যে প্রতিবেশী লেক, সার্ক, কোমল ঢাল, এবং পশ্চাদপদিত গ্লেশিয়ার হল সবচেয়ে শক্তিশালী পূর্বাভাসক গ্লেশিয়ার লেক গঠনের জন্য।এখন গবেষক দল পরিকল্পনা করছে মোরেন ডেভেলপমেন্ট ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা, ডেটা প্রস্তুতি স্বয়ংক্রিয় করা, এবং মাঠ-ভিত্তিক যাচাই সংযোজন করতে। এই উন্নয়নগুলো মডেলের নির্ভুলতা বাড়াবে এবং বৃহৎ পরিসরে গ্লেশিয়ার ঝুঁকি পর্যবেক্ষণে এর ব্যবহার প্রসারিত করবে।

শিশু দত্তক গ্রহণের বিষয়ে কার্যকর সুপারিশ প্রদানে অংশগ্রহণকারীদের একত্রিত হওয়ার আবেদন

গুয়াহাটি : শিশু দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে তুলতে বাস্তবভিত্তিক সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীরা একত্রিত হলেন। ভারতের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় দত্তক গ্রহণ সম্পদ কর্তৃপক্ষ (সিএআরএ) শুক্রবার অসমের গুয়াহাটিতে বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন শিশুদের (দিব্যাঙ্গ শিশুদের) অপ্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বাসনকে উৎসাহিত করা শীর্ষক একটি আঞ্চলিক পরামর্শমূলক কর্মশালার সফল আয়োজন করেছে।

সারাদিনব্যাপী এই পরামর্শ বৈঠকে মোট ১২২ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন রাজ্য দত্তক গ্রহণ সম্পদ সংস্থা (সারা), বিশেষায়িত দত্তক গ্রহণ সংস্থা (এসএএ), জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট (ডিসিপিইউ), মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক, স্বাস্থ্য পেশাজীবী, শিশু সুরক্ষা কর্মী এবং গোটা অঞ্চল থেকে দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী ও বিশেষজ্ঞরা। বিপুল অংশগ্রহণ বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন শিশুদের দত্তক গ্রহণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে।কর্মশালার সূচনা হয় সিএআরএ-র বিভিন্ন উদ্যোগের একটি সামগ্রিক উপস্থাপনার মাধ্যমে, যার মূল লক্ষ্য বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন শিশুদের জন্য পরিবারভিত্তিক যত্নকে উৎসাহিত করা। এরপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়, যেখানে বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন শিশুদের সফল দত্তক গ্রহণের অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ তুলে ধরা হয়। কর্মসূচির পরবর্তী পর্বে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা দত্তক গ্রহণ ও অপ্রাতিষ্ঠানিক যত্ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, সর্বোত্তম অনুশীলন এবং গ্রহণ করা উদ্ভাবনী পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সুপারিশ নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি গোষ্ঠী আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়, যেসব বিষয় সম্পর্কে প্রতিনিধিদের আগেই অবহিত করা হয়েছিল। আলোচনাগুলি মূলত বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন শিশুদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা মূল্যায়ন, দত্তক গ্রহণের আইনি ও প্রক্রিয়াগত দিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে।প্রতিটি গোষ্ঠী শিশুদের সনাক্তকরণ, সার্টিফিকেশন, কাউন্সেলিং, প্লেসমেন্ট এবং দত্তক গ্রহণ-পরবর্তী সহায়তা ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ পেশ করে। কর্মশালায় বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন শিশুদের দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত কৌশল নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হয়। পাশাপাশি আন্তঃখাত সমন্বয় জোরদার করা, সামনের সারির কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য দত্তক গ্রহণকারী অভিভাবকদের মধ্যে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহ দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরামর্শ বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে এই সম্মিলিত অঙ্গীকারের মাধ্যমে যে, দিব্যাঙ্গ শিশুদের দেশে দত্তক গ্রহণকে উৎসাহিত করতে একটি কৌশলগত রোডম্যাপ তৈরি করা হবে, অপ্রাতিষ্ঠানিক যত্ন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হবে এবং দত্তক গ্রহণ সচেতনতা মাস উপলক্ষে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ আরও জোরদার করা হবে।এই উপলক্ষে সিএআরএ তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে জানায়, প্রতিটি শিশুর তার শারীরিক বা বিকাশগত চ্যালেঞ্জ যাই হোক না কেন, একটি নিরাপদ, স্নেহপূর্ণ ও স্থায়ী পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার অধিকার রয়েছে। সংস্থাটি আরও জানায়, দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়া অবশ্যই শিশুর কল্যাণ, স্বচ্ছতা এবং শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

সোমবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এসসি/এসটি আইন বাতিল না হলে কেন্দ্রীয় সরকার 'উপড়ে ফেলা হবে': আলঙ্কার অগ্নিহোত্রী

বেরেলি/বারাণসী, ২ ফেব্রুয়ারি : নির্ধারিত জাতি ও নির্ধারিত জনজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯ বাতিলের দাবিতে সরব হয়ে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিলেন বরখাস্ত বেরেলি সিটি ম্যাজিস্ট্রেট আলঙ্কার অগ্নিহোত্রী। তাঁর দাবি, ওই সময়ের মধ্যে আইন প্রত্যাহার না হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা থেকে "উপড়ে ফেলা হবে"।

সোমবার দেওয়া বক্তব্যে অগ্নিহোত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নতুন গাইডলাইন সুপ্রিম কোর্ট স্থগিত করলেও প্রকৃত বড় ইস্যু হল এসসি/এসটি আইন বাতিল করা। তাঁর কথায়, "৬ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত সময়সীমা। তার মধ্যে আইন বাতিল না হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে চার্টার্ড বিমানে তুলে গুজরাতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

রবিবার রাতে তিনি বারাণসীতে স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দের আমন্ত্রণে যান এবং তাঁর সঙ্গে বৈঠক করে পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন বলে জানা গিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে রাজ্য সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব থাকলেও কেন এখন কেন্দ্রকে নিশানা করছেনএই প্রশ্নের জবাবে অগ্নিহোত্রী দাবি করেন, তাঁর লড়াই কখনওই প্রকৃত অর্থে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ছিল না, বরং কেন্দ্রের বিরুদ্ধেই।

তিনি অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করছেন এবং রাজ্য প্রশাসন চাপে কাজ করছে। তাঁর আরও দাবি, রাজ্যের সমস্ত তহবিল গুজরাতে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

প্রয়াগরাজের মাঘ মেলায় শঙ্করাচার্য্যের আচারসংক্রান্ত বিতর্কের জেরে পদত্যাগের পর থেকেই সংবাদমাধ্যমের নজরে রয়েছেন অগ্নিহোত্রী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সনাতন সংস্কৃতির প্রতীকগুলিকে অপমান করা হতে দেখেই আমি সহ্য করতে পারিনি এবং পদত্যাগ করি।"

গত ২৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট ইউজিসির নতুন বিধি স্থগিত করার পর অগ্নিহোত্রী মন্তব্য করেন, শিক্ষাক্ষেত্রে জাতিভিত্তিক বৈষম্য সংক্রান্ত ধারাগুলির প্রাতিষ্ঠানিক অপব্যবহার হচ্ছে।

তাঁর দাবি, এ ধরনের প্রবণতা সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করতে পারে।

তিনি বলেন, জাতিভিত্তিক বৈষম্যের বিষয়টি কখনওই প্রাতিষ্ঠানিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। তাঁর অভিযোগ, এ সংক্রান্ত ধারাকে এমনভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে যাতে যোগ্যতার তোয়াক্কা না করে পরিবারগুলিকেও নিশানা করা হচ্ছে।

অগ্নিহোত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

বঙ্গভবনে দিল্লি পুলিশের তল্লাশি অভিযোগে তোপ মমতার, "আমাকে দুর্বল ভাবার ভুল করবেন না"

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : রাজধানীতে হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যেই রাজনৈতিক পারদ চড়াল বঙ্গভবনকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার ও দিল্লি পুলিশের তল্লাশি ঘিরে বিতর্ক। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বঙ্গভবনের ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রবিবারই দিল্লিতে পৌঁছেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে এসআইআর-জনিত 'আতঙ্কে' মৃত বলে দাবি করা ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরাও এসেছেন। তাঁরা বর্তমানে বঙ্গভবনে রয়েছেন।

সোমবার সকাল থেকেই আচমকা বঙ্গভবনের বাইরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। ব্যারিকেড তোলা হয় এবং দিল্লি পুলিশের বিশাল বাহিনী মোতায়েন করা হয়। অভিযোগ, শুধু ঘিরে রাখা নয়, ভিতরেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। এই খবর পেয়েই 'ঘরের পোশাকেই' ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী।

বঙ্গভবনে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেন মমতা। তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। পাশে ছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

"দিল্লি পুলিশ বঙ্গভবনে ঢুকে সার্চ করছে। ওখানে বাংলার মানুষ রয়েছেন। এটা আমাদের ভবন। ওরা এটা করতে পারে না।"

তিনি আরও বলেন,

"আমাকে দুর্বল ভাবার কিছু নেই। আমি ঘরের শাড়ি পরেই চলে এসেছি। দরকার হলে নিজের শক্তি দেখাতে পারি। অনেক দূর থেকে মানুষদের নিয়ে এসেছি। ওঁদের ভয় দেখানো যাবে না।"

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এসআইআর সংক্রান্ত সমস্যার জেরে যাঁদের পরিবারে মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিজনদের নিয়েই তিনি কমিশনের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। এমনও অভিযোগ করেন, কিছু মানুষ জীবিত থাকা সত্ত্বেও কমিশনের নথিতে মৃত বলে দেখানো হয়েছে।

বিকেল ৪টেয় নির্বাচন সদনে পৌঁছন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাদা শাড়ির উপর কালো চাদর জড়ানো তাঁর পোশাকও এদিন প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে বলে রাজনৈতিক মহলের মত।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিল্লির রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বৈঠকের আগেই পরিস্থিতি ঘিরে তীব্র উত্তেজনার আবহ তৈরি হয় রাজধানীতে।

ইন্দুস জল চুক্তি নিয়ে হেগে শুনানি আদালতের বৈধতা মানছে না ভারত

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারী : ইন্দুস জল চুক্তি কাঠামোর অধীনে নেদারল্যান্ডসের হেগে সালিশি আদালত নতুন করে শুনানি ও নথি পেশের নির্দেশ দিলেও, ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেএই প্রক্রিয়ার বৈধতা তারা মানে না এবং অংশও নেবে না।

সর্বশেষ বিতর্কের সূত্রপাত, গত সপ্তাহে কোএ-র এক নির্দেশে। আদালত 'যোগ্যতার দ্বিতীয় পর্যায়'-এর অংশ হিসেবে ভারতের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির অপারেশনাল "পন্ডেজ লগবুক" জমা দিতে বলেছে। ২---৩ ফেব্রুয়ারি হেগের পিস প্যালেসে শুনানির দিন ধার্য্য হয়েছে। আদালত নোট করেছে, ভারত কোনও পাল্টা জবাব বা অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়নি।

তবে নয়াদিল্লির মতে, পুরো প্রক্রিয়াই "অকার্য্যকর"। সরকারি সূত্রের দাবি, "অবৈধভাবে গঠিত" এই কোএ নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সমান্তরাল শুনানি চালাচ্ছে। "আমরা কোএ-র বৈধতা স্বীকার করি না, তাই তাদের কোনও যোগাযোগেরও জবাব দিই না। তাছাড়া আইডব্লিউটি আপাতত স্থগিত, ফলে সাড়া দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও নেই," এমনটাই জানিয়েছে সূত্রগুলি। তাদের অভিযোগ, পাকিস্তান কৌশলে ভারতকে আলোচনায় টানতে চাইছে, যাতে বোঝানো যায় চুক্তি কার্য্যকর আছে।

২৩ এপ্রিল ২০২৫-এ, পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তান-সমর্থিত জঙ্গি হামলায় ২৬ জন বেসামরিকের মৃত্যুর একদিন পর ভারত প্রথমবারের মতো ইন্দুস জল চুক্তিকে "স্থগিত" ঘোষণা করে। জল সহযোগিতাকে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী নীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করে দিল্লি। 'অপারেশন সিনদুর'-এর পাশাপাশি এই পদক্ষেপকে পাকিস্তান নীতিতে বড় পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছেশত্রুতার মধ্যে সহযোগিতা চলতে পারে না।

পাকিস্তানের কৃষির প্রায় ৮০—৯০ শতাংশ ইন্দুস নদী ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। জল সংরক্ষণ ক্ষমতা সীমিত, প্রধান জলাধার তারবেলা ও মাংলা প্রায় 'ডেড স্টোরেজ'-এর কাছাকাছিএমনই আন্তর্জাতিক রিপোর্টে উঠে এসেছে। ফলে বিষয়টি প্রযুক্তিগত চুক্তির গণ্ডি ছাড়িয়ে কৌশলগত চাপের জায়গায় পৌঁছেছে।

২৪ জানুয়ারি ২০২৬-এর নির্দেশে কোএ শুনানির বিস্তারিত সূচি দেয় এবং জানায়ভারত না এলেও পাকিস্তান একাই সশরীরে সওয়াল করবে। এরপর আরেক নির্দেশে, পাকিস্তানের আবেদনের ভিত্তিতে, বাগলিহার ও কিশনগঙ্গা প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ লগবুক চাওয়া হয়, যাতে ভারত অতীতে "পন্ডেজ হিসাব ফুলিয়েছে" কি না তা যাচাই করা যায়। ভারত সাড়া না দিলে আদালত "প্রতিকূল অনুমান" টানতে পারে বলেও সতর্ক করেছে। আদালতের বক্তব্য, ভারত চুক্তি স্থগিত করলেও আদালতের এখতিয়ার সীমিত হয় না। এই অবস্থানই দিল্লি মানছে না।

আইডব্লিউটি বিরোধ নিষ্পত্তি কাঠামো অনুযায়ী প্রযুক্তিগত মতভেদ নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞের কাছে, আর আইনি প্রশ্ন সালিশি আদালতে যায়। ভারতের দাবি, বর্তমান ইস্যুগুলি প্রযুক্তিগততাই নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞের আওতায় পড়ে। পাকিস্তানের কোএ সক্রিয় করার পদক্ষেপকে তারা "ফোরাম শপিং" বলছে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি কেবল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের হিসাব-নিকাশের মামলা নয়; পহেলগাঁওয়ের পর ভারত যে কূটনৈতিকভাবে চুক্তিকে চাপের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে, সেটারই প্রথম বড় পরীক্ষা। পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিষয়টি তুলতে মরিয়া, আর ভারত ইচ্ছাকৃতভাবে দূরত্ব বজায় রাখছে। কোএ শুনানি চালিয়ে যেতে পারে, নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু ভারতের অনুপস্থিতি ও চুক্তির আনুষ্ঠানিক স্থগিতাবস্থায় এই প্রক্রিয়া একতরফা নথি হিসেবেই থেকে যেতে পারেবাধ্যতামূলক রায়ে রূপ নেওয়া কঠিন।

দক্ষিণ ব্লকের বার্তা স্পষ্টস্থল বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চুক্তি চলতে পারে না। পাকিস্তান "অস্বাভাবিক শত্রুতা" বন্ধ না করা পর্যন্ত ইন্দুস জল চুক্তি কার্য্যত স্থগিতই থাকবে।

২—৪ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র সফরে এস জয়শঙ্কর, ক্রিটিক্যাল মিনারেলস মন্ত্রিস্তরীয় বৈঠকে যোগ

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি: ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর ২ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। এই সফরে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর আহ্বানে অনুষ্ঠিত ক্রিটিক্যাল মিনারেলস মিনিস্টেরিয়াল-এ অংশ নেবেন।

এই মন্ত্রিস্তরীয় বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিশীলতা জোরদার করা, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তর ত্বরান্বিত করা এবং ক্রিটিক্যাল মিনারেলস খাতে কৌশলগত সহযোগিতা বৃদ্ধিএই বিষয়গুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

সফরকালে ড. জয়শঙ্কর মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় সদস্যদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন। এসব আলোচনায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসবে বলে কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে।

এই সফর ভারত—মার্কিন কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষত জ্বালানি নিরাপত্তা, উদীয়মান প্রযুক্তি এবং টেকসই উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরও গভীর হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ঢাকার আদালত শেখ হাসিনাকে দুই দুর্নীতি মামলায় ১০ বছরের কারাদণ্ড দিলো

ঢাকা, ২ ফেব্রুয়ারী : বাংলাদেশের এক স্থানীয় আদালত আজ রবিবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে দুইটি আলাদা দুর্নীতি মামলায় মোট ১০ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছে। এই মামলাগুলোতে অভিযুক্তির অভিযোগ ছিলো রাজধানীর পুবরাচল নতুন শহর প্রকল্পের আওতায় সরকারি জমির বরাদ্দে অনিয়মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা।

ঢাকা স্পেশাল জাজ কোর্ট-৪-এর বিচারক রবিউল আলম আজ এই রায় ঘোষণা করেন। দুই মামলায় প্রতিটি ক্ষেত্রে শেখ হাসিনাকে পাঁচ বছর করে, মোট দশ বছরের কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

রায়ের পাশাপাশি আদালত তাকে এবং অপর দোষী ব্যক্তিদের প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করে এবং জরিমানা না পরিশোধ করলে অতিরিক্ত ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার নির্দেশ দেয়।

শেখ হাসিনার সঙ্গে তার পরিবারের কিছু সদস্য ও আত্মীয়রাও এই মামলাগুলোর দোষী সাব্যস্ত হন। তন্মধ্যে তাঁর ভাইপো রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও নাতনি আজমিনা সিদ্দিক-কে প্রতি মামলায় সাত বছর করে, মোট সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া তাঁর নাতনি টুলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক-কে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া মামলার একমাত্র অভিযুক্ত সদস্য রাজউক সদস্য মোহাম্মদ খুরশিদ আলম-কে দুইটি মামলায় মোট দুই বছর সাজা প্রদান করা হয়েছে।

আদালতের রায়ের সময় জানানো হয় যে, মামলাগুলো অবৈধভাবে জমি বরাদ্দের নিয়ম ভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দায়ের করা হয়েছিলো। এগুলো তদন্ত করে বাংলাদেশের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিশন আদালতে অভিযোগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে নির্বাসনে রয়েছেন। গত বছরের ৫ আগস্ট বাংলাদেশে ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে তিনি দেশ ত্যাগ করেন এবং এরপর থেকে আদালত তাকে পলাতক ঘোষণা করে রেখেছে।

এই রায় দেশের রাজনৈতিক পরিবেশে নতুন বিতর্ক ও মন্তব্য উভয়ের জন্ম দিয়েছে।

প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্র: সি আর পাটিল

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারী : দেশের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের কাছে নিরাপদ ও টেকসই পানীয় জল পৌঁছে দিতে কেন্দ্র সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধএ কথা জানালেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাটিল। আজ রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, জল জীবন মিশন-এর মাধ্যমে ১৬ কোটিরও বেশি পরিবার ঘরের দরজায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা পাচ্ছে।

মন্ত্রী জানান, এই মিশন অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে এবং বর্তমানে দেশের ৮০ শতাংশেরও বেশি গ্রামীণ পরিবারে ট্যাপের মাধ্যমে জল সংযোগ পৌঁছে গেছে। তাঁর দাবি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের ফলে প্রায় ৮.৪ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

জলমান বজায় রাখার ক্ষেত্রেও বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান পাটিল। তাঁর কথায়, মিশনের আওতায় ২৫ লক্ষ মহিলাকে ফিল্ড টেস্টিং কিট ব্যবহার করে জলের গুণমান পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কমিউনিটি-ভিত্তিক নজরদারি জোরদার হয়েছে এবং বাড়িতে পৌঁছনো জলের মান নিয়মিত পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

ইন্দোর ও গান্ধীনগরে দূষিত জলের অভিযোগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

ওড়িশায় ছয় দিনের সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

ভুবনেশ্বর, ২ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ থেকে নিজের রাজ্য ওড়িশায় ছয় দিনের সফর শুরু করছেন। আজ সন্ধ্যায় তিনি ভুবনেশ্বরে পৌঁছবেন। এই সফরে তিনি খুরদা, জাজপুর, বালাসোর, পুরী এবং ময়ূরভঞ্জ জেলায় একাধিক সরকারি, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

রাষ্ট্রপতির এই সফরে ধর্মীয়, শিক্ষাবিষয়ক এবং উন্নয়নমূলক একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। আগামীকাল তিনি জাজপুরের মা বিরজা মন্দিরে পূজা দেবেন এবং নবি গয়া-য় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। পরে বালাসোরে ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সন্ধ্যায় তিনি পুরীতে শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে দর্শনে যাবেন।

বুধবার রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজ জেলা ময়ূরভঞ্জ সফর করবেন। সেখানে রায়রাংপুরে একটি হলিডে হোমের উদ্বোধন, একটি বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন, আদিবাসী নেতা ভঞ্জবীর সুনারাম সোরেনের মূর্তি উন্মোচন এবং একটি ক্রীড়া কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করবেন।

গভীর রাতে

● প্রথম পাতার পর

আশঙ্কা করছে প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ও শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, সড়ক সুরক্ষা ও পথ দুর্ঘটনা রোধে নিয়মিত সচেতনতা শিবির ও বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হলেও বাস্তবে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমছে না। বিশেষ করে গভীর রাতে ভারী যানবাহনের বেপরোয়া গতি সাধারণ মানুষের জীবনকে চরম ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ট্রাকটিকে সরিয়ে মৃত মহিলাকে উদ্ধার করার জন্যে তৎপরতা চালাচ্ছে প্রশাসন। তবে বিভিন্ন প্রতিকূলতা এড়াতে গভীররাত পর্যন্ত উদ্ধার কাজ চালানো হয়।

গর্জনমুড়ায় রাস্তা

● প্রথম পাতার পর

সংস্কার কোনো দয়া নয়, এটি তাঁদের মৌলিক নাগরিক অধিকার। জনপ্রতিনিধিরা যদি এখনও বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেন, তবে এই ক্ষোভ আগামী দিনে আরও বড় আকার নিতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসী।

এমজিএন রেগার দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

ছাত্র যুব ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরে মিছিলটি শ্রমদপ্তরের সামনে এসে বিক্ষোভ সভায় মিলিত হয়।

বিক্ষোভ সভায় সংগঠনের এক নেতার অভিযোগ করেন, এমজিএন রেগা বাতিলের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র ও কৃষিশ্রমিকরা চরম আর্থিক সংকটে পড়ছেন। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্র সরকারের দাবি ভিবিজিরাম জি প্রকল্প ভারতবর্ষের গরীবদের স্বার্থে এই প্রকল্প। কিন্তু দীর্ঘদিন বছর ধরে এমজিএন রেগা গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এই প্রকল্প দুর্বল হলে কৃষিশ্রমিক ও ক্ষেত মজুরদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়বে। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়।

১২ ফেব্রুয়ারি অফিস আদালতের কাজকর্ম স্বাভাবিক

● প্রথম পাতার পর

সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত থাকবে। সব সরকারি কর্মচারি, অধিগৃহীত সংস্থা ও সংগঠনের কর্মীগণ ঐদিন অন্যান্য দিনের মতোই তাদের দায়িত্ব পালন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ঐদিন দুপুর ১২টার মধ্যে বিভিন্ন অফিস, অধিগৃহীত সংস্থা ও সংগঠনের কর্মচারিদের উপস্থিতির হার জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সিবিএসই চেয়ারম্যানের

● প্রথম পাতার পর

তিপরা মথার প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতের সময় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সিবিএসই চেয়ারম্যানকে চিঠি পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন রবীন্দ্র দেববর্মা। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণচৌধুরির বিরুদ্ধেও তীব্র অভিযোগ তোলেন তিপরা মথার নেতা। তাঁর অভিযোগ, পর্ষদ সভাপতির সাম্প্রতিক মন্তব্য অসাংবিধানিক এবং ককবরক ভাষার ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগজনক। ককবরক পরীক্ষায় রোমান হরফ ব্যবহার করলে গ্রেফতার করা হবেএমন বক্তব্য ককবরক ভাষার উপর সরাসরি আঘাত বলে দাবি করেন তিনি। এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে তিপরা মথা।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই আগামী দিনের একটি কর্মসূচির কথাও ঘোষণা করা হয়। জানানো হয়, তিপরা মথার কর্মচারী সংগঠন 'তিপ্রা এমপ্লয়িজ ফেডারেশন'-এর উদ্যোগে আগামী ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি খুমুলুঙে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ওই সম্মেলনে রাজ্যের কর্মচারীদের বকেয়া প্রাপ্য, শিক্ষক ও কর্মচারী সংকটসহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। সম্মেলনে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে তিপরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের।

উল্লেখ্য, আসন্ন টিটিএএডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ককবরক ভাষা এবং কর্মচারীদের সমস্যা ও দাবিকে প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে তুলে ধরছে তিপরা মথা। এই ইস্যুগুলিকে সামনে রেখে বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামতে চাইছে দলটি। যদিও এডিসি এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন প্রদান, বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা এবং প্রশাসনিক অডিটের মতো একাধিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অভিযোগ রয়েছে এডিসি প্রশাসনের বিরুদ্ধে।

এবারের বাজেটে দেশের

● প্রথম পাতার পর

এরজন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ জানাই।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবছরের বাজেটে মেডিকেল হাব গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের পেশাদার মানবসম্পদ তৈরি হবে। পাশাপাশি ক্যানসার ও বিরল রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য বড় স্বস্তি দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। ক্যানসারের ১৭টি ও বিরল রোগের ৭টি ওষুধে সম্পূর্ণ কাস্টমস শুল্ক মকুব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও উত্তর ভারতে একটি দ্বিতীয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোসায়েন্সেস (নিমহান্স) স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এবারের বাজেটে দেশের মোট আয়ের ৪১ শতাংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার সুযোগ ত্রিপুরাও পাবে। একই সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটন সম্ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মন্দির ও মঠ সংরক্ষণ ও আধুনিকীকরণ করা হবে, যাতে সেগুলি তীর্থস্থান ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এর ফলে ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পের মানোন্নয়ন ঘটবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ক্যাপিটেল এক্সপেনডিসারের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনের কানেক্টিভিটি, লজিস্টিক ও নগরোন্নয়নে এই বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন যে ভারতের অর্থনীতি এখন খুব মজবুত। অর্থনীতি মজবুত রয়েছে বলে আমাদের দেশ এখন সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনা হচ্ছে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা। গতকালের বাজেটে সেটা স্পষ্ট হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস আমরা বাজেটে দেখতে পেয়েছি। প্রত্যেক পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও প্রত্যেক মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এই বাজেটে প্রত্যক্ষ হয়েছে। এবারের বাজেট কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের বাজেট। প্রধানমন্ত্রী সবসময় চারটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করছেন - যুবা, কৃষক, গরীব ও মহিলা। এই চারটি শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে এবারের বাজেট হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মানুষের কল্যাণে চিন্তাভাবনা এবারের বাজেটে প্রত্যক্ষ হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, কৃষকরা যাতে তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় সেটা সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। কৃষি পরিকাঠামো যাতে আরো শক্তিশালী হয় সেদিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় যাতে সকল নাগরিককে সাশ্রয়ী মূল্যে হেল কভারেজ দেওয়া যায় সেটাও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মেন্টাল হেল ও ট্রমা সেন্টারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরাও ত্রিপুরায় প্রায় সবকটি জেলায় ট্রমা সেন্টার স্থাপন করেছি। এবারের বাজেটে এর উপর গুরুত্ব দেওয়ায় এখন আমরা ট্রমা সেন্টারগুলিকে আরো শক্তিশালী করতে পারবো। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনকে আরো শক্তিশালী করতে বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্যান্সারের ১৭টি ঔষধ এবং বিরল রোগের ঔষধ সস্তা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, গুণগত মানের শিক্ষা (স্কুল, কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রদানের জন্য বাজেটে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সড়ক, রেল, বিমান, ওয়াটার ওয়ে এর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়নকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। নবীকরণ যোগ্য শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দূষণ কমানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এবারের বাজেটে মধ্যবিত্তদের জন্য কর ব্যবস্থায় অনেক ছাড় রাখা হয়েছে। করদাতাদের বিভিন্ন উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সংস্কার আনা হয়েছে। এই বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতকে আরো শক্তিশালী করতে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেটে মূল তিনটি স্তম্ভের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমে রয়েছে সমাজের প্রান্তিক স্তর পর্যন্ত উন্নয়ন, দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়ন। তৃতীয় ধাপে রয়েছে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস। সেই সঙ্গে ৬টি বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বাজেটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে অবহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্পের পাশাপাশি অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ (এমএসএমই) ক্ষেত্রকে সহায়তা দেওয়ার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় স্তর থেকে বৈশ্বিক স্তরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শিল্পোদ্যোগীরা নতুন শক্তি ও সুযোগ পাবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এবছরের বাজেট সত্যিই ঐতিহাসিক। এটি বিশ্বাসভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ও মানবকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতিফলন। একই সঙ্গে রাজকোষ ঘাটতি কমানো, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ মূলধনী ব্যয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, ইন্টেলেক্টচুয়াল সেলের কনভেনর ড. জহরলাল সাহা, সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 3 03-02-2026, 01:24

নারীদের শীর্ষ নেতৃত্বে নিষেধাজ্ঞা সমর্থনে জামায়াতে ইসলামী মহিলা শাখা, বাংলাদেশে সমালোচনার ঝড়

ঢাকা, ২ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা শাখার শীর্ষ নেত্রীরা দলীয় নীতিতে নারীদের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পদে নিষেধাজ্ঞার পক্ষে সাফাই দিয়েছেন। ধর্মীয় যুক্তি তুলে ধরে তাঁরা বলেছেন, নেতৃত্ব পুরুষদের হাতেই থাকা উচিত। এই মন্তব্য ঘিরে দেশে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। সমালোচকদের দাবি, এই অবস্থান গভীরভাবে প্রোথিত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় এবং লিঙ্গসমতার ধারণাকে অগ্রাহ্য করে।

মহিলা শাখার নেত্রীদের বক্তব্য, জামায়াত একটি ইসলামি সংগঠন এবং তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী পুরুষরাই নেতৃত্বের দায়িত্ব নেবে। মহিলা শাখার সেক্রেটারি নুরুননিসা সিদ্দিকা বলেন, পুরুষদের নারীদের 'অভিভাবক' হিসেবে দেখা হয় এবং দলীয় আদর্শ অনুযায়ী কোনও নারী 'আমির' বা প্রধান হতে পারেন না। তবে তাঁর দাবি, শীর্ষ পদে নারী থাকা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বেশি জরুরি নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা।

এই মন্তব্য এমন সময় সামনে এল, যখন জামায়াতের আমিরের সঙ্গে যুক্ত একটি বিতর্কিত সামাজিক মাধ্যম পোস্ট নিয়ে জনমনে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, ওই পোস্ট কর্মজীবী নারীদের অবমাননা করেছে।

এই ইস্যুতে ঢাকা-সহ বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রছাত্রী, নারী সংগঠন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিবাদকারীরা প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন এবং জামায়াতের "নারীবিরোধী" মনোভাবের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

পর্যবেক্ষকদের মতে, বিষয়টি এখন কেবল দলীয় নীতি নয়, বরং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে নারী অধিকার ও সমতার বৃহত্তর বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বাংলাদেশে আটক থেকে মুক্ত ৯ মৎস্যজীবীর বাড়ি ফেরা, ভিজিয়ানাগরমে উষ্ণ সংবর্ধনা

ভিজিয়ানাগরম, ২ ফেব্রুয়ারী: গত বছরের অক্টোবর থেকে বাংলাদেশের নৌবাহিনীর হেফাজতে থাকা অন্ধ্রপ্রদেশের ভিজিয়ানাগরম জেলার ৯ জন মৎস্যজীবী নিরাপদে দেশে ফিরেছেন। তাঁদের ফিরে আসার পর জেলা প্রশাসন ও মৎস্য দফতরের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগের ফলেই তাঁদের মুক্তি সম্ভব হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে। কূটনৈতিক পর্যায়ে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষি ও মৎস্যমন্ত্রী কে. আচ্ছন্নাইডু মুক্তির পুরো প্রক্রিয়া ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করেন। তিনি কেন্দ্র সরকার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রকের ভূমিকার প্রশংসা করে ধন্যবাদ জানান। তাঁর কথায়, কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমেই আটকে পড়া মৎস্যজীবীদের ফেরানো সম্ভব হয়েছে।

মৎস্য দফতরের আধিকারিকরা ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে মুক্তির পথে থাকা প্রযুক্তিগত জটিলতাগুলি মেটান। অবশেষে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় মৎস্যজীবীরা পরিবারের কাছে ফিরে আসতে পেরেছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার সময় আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সীমানা সম্পর্কে আরও সচেতন করা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পেন্নাইয়ার নদীর জলবণ্টন নিয়ে তামিলনাড়ু—কর্নাটক বিরোধে ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : তামিলনাড়ু ও কর্নাটকের মধ্যে দীর্ঘদিনের পেন্নাইয়ার নদীর জলবণ্টন বিরোধ নিষ্পত্তিতে ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি এন. ভি. অঞ্জারিয়ার বেঞ্চ কেন্দ্র সরকারকে এক মাসের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জলবিরোধ ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে।

শুনানির সময় বিচারপতি বিক্রম নাথ পর্যবেক্ষণ করেন, দুই রাজ্যের মধ্যে আন্তঃরাজ্য জলবিরোধ মেটাতে ট্রাইব্যুনাল গঠনে দেরির কোনও যৌক্তিক কারণ নেই।

মামলার প্রেক্ষাপট

২০১৮ সালে তামিলনাড়ু সরকার এই মামলা দায়ের করে। তাদের অভিযোগ, কর্নাটক পেন্নাইয়ার নদীর ওপর চেক ড্যাম নির্মাণ ও জল প্রবাহ ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজ করেছে, যা নিম্নপ্রবাহে তামিলনাড়ুর জলের প্রাপ্যতায় প্রভাব ফেলছে।

তামিলনাড়ুর দাবি, আন্তঃরাজ্য নদীর জল জাতীয় সম্পদকোনও একক রাজ্য তার ওপর একচ্ছত্র অধিকার দাবি করতে পারে না।

এই মামলার বিস্তারিত রায় এখনও প্রকাশ পায়নি। তবে ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশে বহুদিনের অচলাবস্থা কাটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

সোনম ওয়াংচুকের আটক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি, 'বাংলাদেশ-নেপাল ধাঁচের আন্দোলন উসকানি' অভিযোগ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারী : লাদাখের পরিবেশ কর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের জাতীয় নিরাপত্তা আইনে আটকাদেশকে ঘিরে সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে কেন্দ্র সরকার গুরুতর অভিযোগ তুলেছে। কেন্দ্রের দাবি, ওয়াংচুক ইচ্ছাকৃতভাবে এমন বক্তব্য দিয়েছেন যা তরুণ প্রজন্মকে উসকে দিয়ে বাংলাদেশ ও নেপালের মতো পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা।

সোমবার শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, ওয়াংচুকের বক্তব্য "বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা" উস্কে দেয়। আদালতে তিনি দাবি করেন, ওয়াংচুক নাকি বলেছেন "আমার বিরুদ্ধে এফআইআর হলে কী হবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মানুষ পরিবর্তন এনেছে" এই ধরনের মন্তব্যই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আটকাদেশ জারির জন্য যথেষ্ট ছিল।

মেহতার বক্তব্য, ওয়াংচুক অহিংসার কথা বললেও আসলে তিনি "নেপাল ও বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি" লাদাখে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তিনি আরও দাবি করেন, ওয়াংচুক এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন যেখানে এক বিক্রেতার আত্মাহুতি ২০১১ সালের আরব বসন্ত আন্দোলনের সূচনা করেছিল। সরকারের মতে, এর মাধ্যমে তিনি 'জেন-জি' প্রজন্মকে উত্তেজিত করতে চেয়েছিলেন।

এই মামলার শুনানি করছেন বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি প্রসন্ন বি বরালে। বিষয়টি পুনরায় শুনানির জন্য মঙ্গলবার তালিকাভুক্ত হয়েছে।

ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমোর পক্ষে সওয়াল করা সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিবাল আদালতে জানান, আটকাদেশ পুরনো বা 'স্টেল' এফআইআর-এর ভিত্তিতে জারি হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, যে ভিডিওগুলির ওপর নির্ভর করে আটকাদেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলির অংশবিশেষ বেছে নিয়ে দেখানো হয়েছে।

সিবাল আরও বলেন, ওয়াংচুক হিন্দু দেবদেবী সম্পর্কে কোনও অবমাননাকর মন্তব্য করেছেনএই অভিযোগও ভিত্তিহীন।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ ওয়াংচুককে এনএসএ-র আওতায় আটক করা হয়। পরে তাঁকে জোধপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁর আটক হওয়ার দু'দিন আগে লাদাখে রাজ্যত্ব ও ষষ্ঠ তফসিলভুক্তির দাবিতে হওয়া বিক্ষোভে হিংসার ঘটনায় চারজনের মৃত্যু ও প্রায় ৯০ জন আহত হন। সেই হিংসা উসকে দেওয়ার অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছে।

এনএসএ আইনে সরকার কোনও ব্যক্তিকে জনশৃঙ্খলা বা জাতীয় নিরাপত্তার সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করলে আগাম আটক করতে পারে। ওয়াংচুকের আটকাদেশকে চ্যালেঞ্জ করেই এই মামলা দায়ের হয়েছে।

লোকসভায় নিয়মভঙ্গের অভিযোগ: রাহুল গান্ধীর ক্ষমা চাওয়া উচিত, বললেন কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি: লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বক্তব্য ঘিরে তীব্র সমালোচনা করলেন সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি অভিযোগ করেন, রাহুল গান্ধী সংসদের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন এবং এই আচরণের জন্য দেশের কাছে তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত।

কিরেন রিজিজু বলেন, রাহুল গান্ধী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। তিনি জানান, লোকসভার স্পিকার ইতিমধ্যেই রুলিং দিয়েছেন যে, পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের নিবন্ধ সংসদে উদ্ধৃত করা যাবে না এবং হাউসের বিতর্ক সংসদীয় বিধি মেনেই চলতে হবে।

মন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, স্পিকারের এই নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিরোধী দলনেতা একই বিষয় উত্থাপনে অনড় থাকেন, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর কথায়, আলোচনার শুরু থেকেই রাহুল গান্ধী নিয়ম ভঙ্গ করেছেন এবং এমন একটি বই থেকে উদ্ধৃতি দিতে শুরু করেন, যার প্রকাশনা ও সত্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও তথ্য নেই।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকসভায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ে এবং সরকার—বিরোধী সংঘাত আরও তীব্র হয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট ঐতিহাসিক, গোটা ভারতবাসীর স্বপ্ন ও প্রত্যাশার প্রতিফলন: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী: ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঐতিহাসিক বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেট ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এবং সংস্কারের যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে একটি স্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করবে। তাছাড়া, এবছরের বাজেট কৃষি উন্নয়নের বাজেট। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবছরের বাজেটে মেডিকেল হাব গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের পেশাদার মানবসম্পদ তৈরি হবে। পাশাপাশি ক্যানসার ও বিরল রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য বড় স্বস্তি দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। ক্যানসারের ১৭টি ও বিরল রোগের ৭টি ওষুধে সম্পূর্ণ কাস্টমস শুল্ক মকুব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও উত্তর ভারতে একটি দ্বিতীয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোসায়েন্সেস (নিমহান্স) স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এবারের বাজেটে দেশের মোট আয়ের ৪১ শতাংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার সুযোগ ত্রিপুরাও পাবে। একই সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটন সম্ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মন্দির ও মঠ সংরক্ষণ ও আধুনিকীকরণ করা হবে, যাতে সেগুলি তীর্থস্থান ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এর ফলে ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পের মানোন্নয়ন ঘটবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্পের পাশাপাশি অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ (এমএসএমই) ক্ষেত্রকে সহায়তা দেওয়ার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় স্তর থেকে বৈশ্বিক স্তরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শিল্পোদ্যোগীরা নতুন শক্তি ও সুযোগ পাবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এবছরের বাজেট সত্যিই ঐতিহাসিক। এটি বিশ্বাসভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ও মানবকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতিফলন। একই সঙ্গে রাজকোষ ঘাটতি কমানো, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ মূলধনী ব্যয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে সাইবার অপরাধ ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি: সোমবার রাজধানীর মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ ও আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন ও ডাইরেক্টরেট অফ ইনস্টিটিউশনাল ফাইনান্সের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে "আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, প্রধানমন্ত্রীর ফ্ল্যাগশিপ স্কিম ও সাইবার অপরাধ" বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি ক্ষুদ্র সঞ্চয় স্কিম সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা হয় এবং সেরা কর্মক্ষম এসএএস ও এমপিকেবিওয়াই এজেন্টদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিগমের অধিকর্তা রাখী বিশ্বাস সহ জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে সাইবার অপরাধের বিভিন্ন ধরন, অনলাইন প্রতারণা থেকে কীভাবে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা যায় এবং সরকারি আর্থিক প্রকল্পগুলির সুফল সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তাঁরা সাধারণ মানুষকে সচেতন ও সতর্ক থাকার পাশাপাশি সরকারি সঞ্চয় প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশে উত্তেজনা, চন্দ্রবাবু নাইডু সম্পর্কে মন্তব্য ঘিরে বিরোধী দুই নেতার বাড়িতে হামলা

অমরাবতী, ২ ফেব্রুয়ারি : অন্ধ্রপ্রদেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে। মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু ও তাঁর পুত্র নারা লোকেশকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগ ঘিরে সপ্তাহান্তে বিরোধী ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি-র দুই শীর্ষ নেতার বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। শাসক তেলুগু দেশম পার্টি-র সমর্থকদের বিরুদ্ধে এই হামলার অভিযোগ করেছে ওয়াইএসআরসিপি।

শনিবার গুন্টুরে প্রাক্তন মন্ত্রী ও ওয়াইএসআরসিপি নেতা আম্বাতি রামবাবুর বাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরে গভীর রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

এরপর রবিবার এনটিআর জেলার ইব্রাহিমপটনমে প্রাক্তন মন্ত্রী জোগি রমেশের বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময় রমেশ তিরুপতিতে থাকলেও তাঁর স্ত্রী ও বাবা বাড়ির ভিতরে ছিলেন। পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

আম্বাতি রামবাবু ও জোগি রমেশদু'জনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী নাইডু ও নারা লোকেশ সম্পর্কে অবমাননাকর ও আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। সেই মন্তব্যের জেরে প্রতিবাদ শুরু হয়।

ওয়াইএসআরসিপি নেতৃত্ব ঘটনাগুলির তীব্র নিন্দা করেছে। দলের প্রধান ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন মোহন রেড্ডি এই হামলাকে "জঙ্গলরাজ"-এর উদাহরণ বলে কটাক্ষ করেন। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক বিরোধিতা দমন করতেই হিংসার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, এই ধরনের পদক্ষেপ উল্টে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

জোগি রমেশ অভিযোগ করেন, সরকার সমালোচকদের ভয় দেখাতেই এই হামলা। হামলাকারীরা পেট্রোল বোমা ব্যবহার করেছে বলেও দাবি তাঁর। তিনি প্রশ্ন তোলেন, রাজ্যে রাজনৈতিক মতভেদ প্রকাশ করাই কি অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে?

দলটির অভিযোগ, পুলিশ সময়মতো হস্তক্ষেপ করেনি। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে ওয়াইএসআরসিপি।

তেলুগু দেশম পার্টি নেতৃত্ব, মুখ্যমন্ত্রী নাইডু-সহ, এই হিংসায় সরকারের মদতের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাঁদের বক্তব্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সবার দায়িত্ব এবং রাজনৈতিক মতপ্রকাশ আইনের সীমার মধ্যেই থাকা উচিত।

নাইডুর দাবি, বিরোধী নেতাদের আপত্তিকর মন্তব্যেই কর্মীদের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে এবং ওয়াইএসআরসিপি-ই রাজনীতিকে বিশৃঙ্খলার পথে নিয়ে যাচ্ছে।

পরিস্থিতি ঘিরে রাজ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়ছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া এই তিন স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েই গড়ে উঠছে আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী ত্রিপুরা: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের এক শান্ত, সবুজ ও সম্ভাবনাময় রাজ্য। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়নের আলো পৌঁছে দেওয়াই বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য। আজ উদয়পুরের কিল্লা ব্লকের আঠারোভোলায় চারটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গোমতী জেলার কিল্লা ব্লকের আঠারোভোলায় ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে একটি আধুনিক অ্যাস্ট্রোটার্ফ সিন্থেটিক ফুটবল মিনি স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়াম নির্মাণের ফলে এলাকার ক্রীড়াপ্রতিভার বিকাশে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং স্থানীয় ছেলেমেয়েরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। তিনি বলেন, শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং সেই শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। জনজাতি জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া রাজ্য ও দেশের প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিরাপদ ও সুপরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষাজীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই রাজ্য সরকার বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রাবাস নির্মাণ করছে। কিল্লা ব্লকের দশরথ দেব মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম মডেল স্কুল এবং দেবতা মুড়া হাইস্কুলে (দক্ষিণ বরমুড়া ভিসি) ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি করে ছাত্রী নিবাস নির্মাণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পূর্বে জনজাতি সমাজকে ভুল পথে পরিচালিত করে সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল যার ফলে বহু সংঘর্ষ ও দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। বর্তমান সরকার সেই পরিস্থিতি থেকে রাজ্যকে মুক্ত করে উন্নয়নের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সুস্থ সমাজই উন্নত সমাজ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কিল্লা ব্লকের নিত্যবাজার এলাকায় রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের আওতায় ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে একটি আধুনিক ১০ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এর ফলে সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্য আর দূরে যেতে হবে না, গ্রামের কাছেই মিলবে গুণমানসমাত স্বাস্থ্য পরিষেবা।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই উদ্যোগগুলি প্রমাণ করে যে সরকার শুধু প্রতিশ্রুতি দেয় না, বাস্তবায়নেও বিশ্বাসী। কিল্লা আজ আর শুধুমাত্র একটি এলাকা নয়, এটি উন্নয়নের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। ক্রীড়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য- এই তিন স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েই গড়ে উঠছে আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী ত্রিপুরা। তিনি কীর্তন সংস্কৃতির বিকাশে রাজ্য সরকারের উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গতকাল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন কর্তৃক পেশ করা কেন্দ্রীয় বাজেটকে জনজাতি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণে সহায়ক বলে উল্লেখ করেন। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতিকে সামনে রেখেই এই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে নতুন করে ছয়টি জাতীয় সড়ক নির্মিত হয়েছে এবং রেল পরিকাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সাম্প্রতিক ক্যাবিনেট বৈঠকে একাধিক নতুন প্রকল্প ও স্কিম অনুমোদিত হয়েছে। গড়িয়া পূজায় অতিরিক্ত একদিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে এবং রাজ্যে আরও ১৫টি একলব্য মডেল স্কুল স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ত্রিপুরা' গড়ে তোলাই সরকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকনির্দেশনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়ন ঘটছে। চারটি প্রকল্পের উদ্বোধনের ফলে স্থানীয় জনগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এবং সভাপতিত্ব করেন কিল্লা বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান বাগানহরি মলসম। কিল্লা ব্লকের কর্মচারিবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের জন্য ৬০ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায়, সচিব ডা. কে. শশীকুমার, গোমতী জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্য, পুলিশ সুপার ডা. কে. কিরণ কুমার, হদা অকরা বিপ্র কুমার জমাতিয়া, মনীন্দ্রমোহন জমাতিয়া প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রী এদিন একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচেরও উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ কীর্তনের আয়োজন করা হয়।

ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি: রাজ্য অর্থ দপ্তরের অধিকর্তা কার্যালয়ের উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের সহায়তায় মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আজ ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশান, প্রধানমন্ত্রী ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পসমূহ, সাইবার ক্রাইম এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয় বিষয়ক একদিনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, রাজ্যের ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সফলতা ও কৃতিত্ব এই প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত এজেন্টদের প্রাপ্য। এজন্য তিনি এই প্রকল্পের এজেন্টদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তাদের আরও সাফল্য কামনা করেন। তিনি এজেন্টদের অর্থসংগ্রহের কাজের সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি নিয়েও মানুষের সাথে আলোচনা করতে আহ্বান জানান এবং মানুষকে এই প্রকল্পগুলির সুবিধা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে বলেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৮টি জেলার ৮ জন এসএএস এজেন্ট এবং ৮ জন এমপিকেবিওয়াই এজেন্টকে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের কর্মসূচিতে ভাল পারফরম্যান্সের জন্য সম্বর্ধনা ও পুরস্কার দেওয়া হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি সহ অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে সম্বর্ধনা, স্মারক ও পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজা ফিনান্সিয়াল ইন্সস্টিটিউশানের ক্ষুদ্র সঞ্চয় দপ্তরের অধিকর্তা রাখি বিশ্বাস। পোষ্ট অফিসের বিভিন্ন স্কিম নিয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন আগরতলা প্রধান পোষ্ট অফিসের সুপারিনটেন্ট মানিকলাল দাস। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাইবার ক্রাইম নিয়ে আলোচনা করেন আগরতলা সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর টিটন পাল। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ক্ষুদ্র সঞ্চয় দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা এ্যামিলা রিয়াং।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে জানানো হয় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে রাজ্যে ১১০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। ২০২৫ এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে ৮৮৯.১৯ কোটি টাকা। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজ্যের ২১৮৯ জন এমপিকেবিওয়াই এজেন্ট এবং ১৯৭২ জন এসএএস এজেন্ট কাজ করছেন। এই এজেন্টদের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরার মনতোষ কুমার দেব সবচেয়ে বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তার সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ (২০২৫ এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত) ৭০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই সময়ে অর্থ সংগ্রহের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন গোমতী জেলার শ্রীবাস রায়। তার সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রতিমা চক্রবর্তী। তার সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা।

অবশেষে বিশালগড় বাইপাস সড়কে অবৈধভাবে মাটি ভরাটের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ মহকুমা প্রশাসনের

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী : দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগের পর অবশেষে বিশালগড় বাইপাস সড়কে অবৈধভাবে মাটি ভরাট করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করল মহকুমা প্রশাসন। প্রশাসনের এই অভিযানে এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। জানা গেছে, কিছু অসাধু ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে বিশালগড় বাইপাস সড়কের পাশে ও সড়কের অংশ বিশেষে বেআইনিভাবে মাটি ভরাট করে চলছিল। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও এতদিন কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে দাবি স্থানীয়দের। আজ অবশেষে মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসনের

ধনপুর এম.এল.এ একাদশ ও আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি ।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ধনপুর এম.এল.এ একাদশ ও আগরতলা প্রেসক্লাবের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোমাঞ্চকর এই ম্যাচে ব্যাটে বলের লড়াই হলো জমাটি। তবে আখেরে বাজিমাত করে দিলো ধনপুর এম.এল.এ একাদশ। টস জিতে ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক তথা বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন, সোনামুড়ার ধনপুরে শান্তিনগর স্কুল গ্রাউন্ডে।

ব্যাট করেতে নেমে ধনপুর এম.এল.এ একাদশ সীমিত ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ১৮৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে প্রীতম পালের অপরাজিত ৯৩ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্সের সৌজন্যে সেরা ব্যাটসম্যান এবং প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের সুদৃশ্য ট্রফি জিতে নেন। বোলিংয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের বাপন দাস ৩২ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে সেরা বোলারের ট্রফি পেয়েছেন। এছাড়া দিব্যেন্দু দে দুটি এবং টোটন চৌধুরী একটি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আগরতলা প্রেসক্লাব ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক বিশ্বজিৎ দেবনাথের ৩১ রান, প্রসেনজিৎ সাহার ২২ রান, সিশান চক্রবর্তীর অপরাজিত ৩১ রান এবং টোটন চৌধুরী অপরাজিত ২৬ রানের সুবাদে সীমিত ওভারে পাঁচ উইকেটে ১২৮ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বোলিংয়ে ধনপুর এম.এল.এ একাদশের জীবন দাস ১৯ রানে দুটি উইকেট পান। এছাড়া, নাজমুল ও সমরজিৎ পেয়েছেন একটি করে উইকেট। তবে পুরো খেলায় প্রেসক্লাবের হয়ে অন্যান্যদের মধ্যে সহ-অধিনায়ক সুব্রত দেবনাথ, মিল্টন ধর, অঞ্জন দেব, সুজিত আচার্য্য, দেবাশীষ বসু এবং ধনপুর এম.এল.এ একাদশের সুবীর দেবনাথ, মিঠুন দেবনাথ, রামু দেবনাথ, ডিপেন্ড দেবনাথ, শিবা (রানা) বৈদ্য, শানু পাল দারুন খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, আগরতলা প্রেসক্লাবের স্পোর্টস কমিটির জয়েন্ট কনভেনর তথা সিনিয়র সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ খেলোয়ারদের হাতে চ্যাম্পিয়ন, রানার্স ট্রফি সহ ব্যক্তিগত পুরস্কার ও পদক তুলে দেন।

ম্যাচ শুরুর আগে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শ্রীমতি মিঠু রানী দাস, মণ্ডল সভাপতি বিপুল মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রসেনজিৎ ঘোষ প্রমূখ দু-দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন এবং খেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে সিশান চক্রবর্তী ও প্রসেনজিৎ সাহা অতিথিদের সংবর্ধিত করেন। দারুন ভাবে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ায় আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে স্পোর্টস কমিটির জয়েন্ট কনভেনর তথা টিম ম্যানেজার সুপ্রভাত দেবনাথ, দূরাভাষে কনভেনার অভিষেক দে এবং বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ সংশ্লিষ্ট সকলের পাশাপাশি, দু-দলের খেলোয়াড়, দায়িত্বপ্রাপ্ত আম্পায়ার ও স্কোরারকে এবং সকল কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সময় আসবেই, জানতেন সিরিজের সেরা সূর্য, 'আমাদের দলে কেউ শতরানের কথা ভাবে না', বলে দিলেন ম্যাচের সেরা ঈশান

খারাপ সময় কাটিয়ে ফর্মে ফিরেছেন সূর্যকুমার যাদব। দু'বছর পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পর নজর কেড়েছেন ঈশান কিশনও। নিউ জিল্যান্ডকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নামতে চলেছে ভারত। ফুরফুরে পরিবেশ ভারতীয় দলে। খেলা শেষে সূর্য ও ঈশান দু'জনের মুখেই বিশ্বকাপের কথা।

গত বছর ২১ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে মাত্র ২১৮ রান করেছিলেন সূর্য। গড় ছিল ১৪-এর কম। একটিও অর্ধশতরান করতে পারেননি। সেই সূর্যই এই সিরিজে পাঁচ ম্যাচে ২৪২ রান করেছেন। সিরিজে সর্বাধিক রান তাঁর। ৮০.৬৬ গড় ও ১৯৬.৭৪ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন তিনি। মেরেছেন তিনটি অর্ধশতরান। সূর্য জানতেন, সময় বদলাবেই। সেই কথাই আরও এক বার বললেন তিনি।

সিরিজের সেরা হয়ে সূর্য বললেন, "এক বছরের অপেক্ষা শেষ হল। আমি এটার স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি গত সিরিজের আগে অহমদাবাদে বলেছিলাম, স্কাই (সূর্যকে এই নামেই ডাকেন সকলে) থাকলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি বার বার বলেছি, রান পাচ্ছি না। কিন্তু ফর্মে আছি। এক বছর ধরে নিজের কাজ করেছি। জানতাম সময় আসবেই। বিশ্বকাপের ঠিক আগেই রান আসায় খুব ভাল লাগছে।"

রানের খরা চলাকালীন হতাশ হননি সূর্য। তিনি ফিরে গিয়েছিলেন ড্রয়িং বোর্ডে। ভুল শোধরানোর চেষ্টা করেছেন। সূর্য বলেন, "খেলায় এটা হতেই পারে। শুধু ক্রিকেট নয়, অন্য সব খেলায় এই ছবি দেখা যায়। তাই ড্রয়িং বোর্ডে ফিরে গিয়েছি। কোথায় কোথায় ভুল করেছি, সেটা নিয়ে ভেবেছি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। খুব কাছের কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরাও আমাকে জানিয়েছে, কোথায় কোথায় উন্নতি করতে হবে। অনেক পরিশ্রম করেছি। তার ফল পাচ্ছি।"

এখন থেকেই বিশ্বকাপের কথা ভাবছেন সূর্য। অধিনায়ক হিসাবে দেশকে চ্যাম্পিয়ন করার সুযোগ রয়েছে তাঁর। তবে এখনই বিশ্বকাপের পুরো পরিকল্পনা করতে চাইছেন না সূর্য। সেটা করবেন প্রতিযোগিতা শুরুর আগে। সূর্য বলেন, "বিশ্বকাপের আগে আমাদের একটা প্রস্তুতি ম্যাচ আছে। তার আগে সকলে মিলে বসব। আলোচনা করব। তখনই ঠিক করব, বিশ্বকাপে কোন পরিকল্পনা নিয়ে নামব।"

ভারত তিরুঅনন্তপুরমে ২৭১ রান করেও মাত্র ৪৮ রানে জিতেছে। অর্থাৎ, বোলারদের দিন ভাল যায়নি। সূর্য জানেন, এই ফরম্যাটে বোলারদের কাজ কঠিন। তার পরেও আরও ভাল পরিকল্পনা করে নামতে চান তিনি। ভারত অধিনায়ক বলেন, "আমি জানি, এই ফরম্যাট বোলারদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। সকলে জানে, প্রতিপক্ষ হাত খুলে মারার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। আমাদের আরও ভাল পরিকল্পনা করতে হবে। অধিনায়ক হিসাবে তাতে আমারও ভূমিকা রয়েছে।"

চলতি সিরিজে চারটি ম্যাচ খেলেছেন ঈশান। করেছেন ২১৫ রান। সিরিজে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তাঁর। তা-ও এক ম্যাচ কম খেলে। ৫৩.৭৫ গড়ে ও ২৩১.১৮ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন। তিরুঅনন্তপুরমে ৪৩ বলে ১০৩ রানের ইনিংস খেলেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। পাশাপাশি একটি অর্ধশতরানও করেছেন। তিরুঅনন্তপুরমে ম্যাচের সেরা হয়ে বিশ্বকাপের প্রথম একাদশে নিজের জায়গা প্রায় পাকা করে ফেলেছেন তিনি। তাই এখন থেকেই বিশ্বকাপের কথা তাঁর মাথায়।

জোড়া ছক্কা মেরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিজের প্রথম শতরান করেছেন ঈশান। অর্থাৎ, নজিরের সামনে দাঁড়িয়েও হাত খোলা থামাননি। ঈশান জানিয়েছেন, তাঁদের দলে এখন খেলার ধরনটাই এ রকম। তিনি বলেন, "আমরা এ ভাবেই খেলব ঠিক করেছি। এই দলের সকলে এ ভাবেই খেলবে। আমরা ব্যক্তিগত মাইলফলকের কথা ভাবি না। আমাদের দলে কেউ শতরানের কথা ভাবে না। ম্যাচ জেতার কথা ভাবে। কারণ, তখন ৬ রানের জন্য ছ'টা বল খেলার চেয়ে এক বলে ছক্কা মারাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমিও বল দেখে শট মারার চেষ্টা করেছি।"

এখন থেকেই বিশ্বকাপের কথা ভাবছেন ঈশান। আরও ভাল খেলতে চান তিনি। ভারতের বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, "আমি এখনও নিজের সেরা ফর্মে আসিনি। ভাল খেলছি। পুরস্কার পাচ্ছি। কিন্তু এখনও উন্নতির জায়গা আছে। আমার লক্ষ্য বিশ্বকাপ। ওখানে আরও ভাল খেলতে হবে। আরও পরিশ্রম করতে হবে। এই ফর্মটাই বিশ্বকাপে ধরে রাখতে চাই।"

দু'মাস আগেও ভারতীয় ক্রিকেটে 'নিখোঁজ' ছিলেন! ভগবদ্গীতাকে সঙ্গী করে সেই 'অবাধ্য' ঈশানই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দেশের অন্যতম ভরসা

মিচেল স্যান্টনারকে পর পর দু'টি ছক্কা মেরে শতরান পূর্ণ করে ফেললেন ঈশান কিশন। অফ স্টাম্পের এক হাত বাইরে পড়া বল পাঠিয়ে দিলেন মিড অন বাইন্ডারির বাইরে। অথচ 'অবাধ্য' ঈশানের দল থাকারই কথা ছিল না।

ঋষভ পন্থের চোট আর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ১০ ম্যাচে ৫১৭ রান। ভারতীয় দলের মূল স্রোত থেকে দূরে চলে যাওয়া ২৭ বছরের তরুণকে নতুন ক্রিকেটজীবন দিয়েছিল। ফিরে পাওয়া ক্রিকেটজীবনকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে চাইছেন ঈশান। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রায়পুরে ৭৬ রানের ইনিংসে ইঙ্গিত ছিল। সিরিজের চতুর্থ ম্যাচ খেলতে পারেননি কুঁচকিতে হাল্কা চোট পাওয়ায়। শেষ ম্যাচে জ্বলে উঠলেন ব্যাট হাতে শনিবার ঈশান খেলেছেন ৪৩ বল। করেছেন ১০৩ রান। ৬টি চার মেরেছেন। সঙ্গে ১০টি ছক্কা। স্ট্রাইক রেট ২৩৯.৫৩। টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম শতরানেই বিশ্বকাপের প্রথম একাদশে জায়গা নিশ্চিত করে ফেলেছেন। ২০২৩ সালে এক দিনের বিশ্বকাপের পর হঠাৎ হারিয়ে যান ঈশান। হতাশায় ক্রিকেট থেকে মন সরে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে হঠাৎ ফিরে এসেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে। অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তৎকালীন কোচ রাহুল দ্রাবিড় এবং সেই সফরের অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। তবু তরুণ উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা। ছুটি নেওয়ার পর 'নিখোঁজ' হয়ে যান ঈশান। বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না। ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট সংস্থার কর্তাদেরও অন্ধকারে রেখেছিলেন। অথচ দুবাইয়ে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সঙ্গে একটি পার্টিতে স্বমেজাজে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সে সময় ঘরোয়া ক্রিকেট থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেন ঈশান। বার বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ বোর্ড কর্তারা তাঁকে ছেঁটে ফেলেন সব দল থেকে। কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকেও বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। নিরুদ্দেশ ঈশানকে ২২ গজে ফিরিয়ে ছিলেন হার্দিক পাণ্ড্য। বডোদরায় হার্দিক এবং ক্রুণাল পাণ্ড্যর সঙ্গে অনুশীলন, ফিটনেস ট্রেনিং শুরু করেন। তবু বোর্ড এবং রাজ্য সংস্থার কর্তারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। 'অবাধ্য' ঈশানকে দলে ঠাঁই দিতে রাজি ছিলেন না কেউ। ২০২৪ সালের আইপিএলে আবার ঈশান ফেরেন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে। দারুণ কিছু করতে পারেননি সে বার। ভারতীয় দলে ফেরার রাস্তা তখনও ভেজিয়ে রেখেছিলেন বোর্ড কর্তারা। পথ কঠিন বুঝে যান ঈশান।

না প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। অপেক্ষা করেছেন। অনুশীলন করেছেন। নতুন করে ক্রিকেটের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ফিরে আসার এই পথের প্রদর্শক ছিলেন হার্দিক। কিছুটা শুভমনও। প্রিয় বন্ধুকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল পারফর্ম করতে শুরু করেন। তবু জাতীয় দলের নির্বাচনী বৈঠকে তাঁর নাম উচ্চারণই করতেন না অজিত আগরকরেরা। ঈশান হাল ছাড়েননি। ভরসা রেখেছিলেন নিজের ক্রিকেটীয় দক্ষতায়। নানা কারণে সমস্যায় জর্জরিত ঈশান শান্তি খুঁজতে ভগবদ্গীতাকে বেছে নেন। ২০২৪-এর ডিসেম্বরে মোবাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভগবদ্গীতার শ্লোক চোখে পড়ে, যেখানে লেখা ছিল, 'কর্ম করো, ফলের আশা কোরো না'। বাবা প্রণব পাণ্ডেকে এই শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। বাবা অর্থ বোঝানোর পাশাপাশি আরও কিছু শ্লোক বলেন। তার পর থেকে এই বই ঈশানের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্যাট, উইকেট রক্ষার দস্তানার সঙ্গে এই বইও তাঁর কিটব্যাগে থাকবেই।

ঝাড়খণ্ডতে সৈয়দ মুস্তাক আলিতে চ্যাম্পিয়ন করা পর ঈশান বলেছিলেন, "ভাল পারফর্ম করার পরও ভারতীয় দলে নির্বাচিত হইনি। তখন খারাপ লেগেছিল। নিজেকে বুঝিয়ে ছিলাম, এমন পারফর্ম করেও যদি সুযোগ না পাই, তা হলে আমাকে আরও ভাল কিছু করে দেখাতে হবে। দলকে জেতানোর মতো পারফরম্যান্স করতে হবে। আমাদের দল হিসাবে আরও ভাল কিছু করতে হবে। "আমরা অনেক সময় অনেক কিছু আশা করি। দলে নিজের নাম না দেখলে একটু তো খারাপ লাগেই। কিন্তু মানসিক ভাবে আমি এখন অনেক শক্ত। কোনও প্রত্যাশা নিয়ে খেলি না। শুধু নিজের কাজটা ভাল ভাবে করার চেষ্টা করি।" শুধু নিজের কাজই করে গিয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ পর ম্যাচ পারফর্ম করেছেন। ভাল, আরও ভাল খেলার চেষ্টা করেছেন। আগরকরদের ভাবতে বাধ্য করেছেন। ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরকেও আপত্তি করার সুযোগ দেননি। ভারতীয় দলের ভেজানো দরজাটা খুলে দিয়েছেন সৈয়দ মুস্তাক আলির ফাইনালে শতরান করে। এক বিশ্বকাপের পর হারিয়ে যাওয়া ঈশান সরাসরি ঢুকে পড়েছেন আর এক বিশ্বকাপের দলে।

নাইডু ট্রফি : পিটিএজি-তে দিল্লির কাছে ইনিংস সহ ৮২ রানে পর্যুদস্ত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা ।। প্রত্যাশিতভাবেই ত্রিপুরা দল হেরে গেল। সফরকারি দিল্লির কাছে তাও ইনিংস সহ ৮২ রানের বড় ব্যবধানে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি এলিট সি গ্রুপের পঞ্চম রাউন্ডের খেলায়।

শুক্রবার ম্যাচের প্রথম দিনে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরা দল ৫৮ ওভার খেলে ১৪৯ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে নিলে জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিল্লী দিনের খেলা শেষে ২৬ ওভার ২ বলে ২ উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করেছিল। শনিবার দ্বিতীয় দিনে আরও ৮৭ ওভার ৪ বল খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে ৩৬৯ রান যোগ করে নেয়। শেষ পর্যন্ত দিল্লি ১১৯ ওভার ১ বল খেলে আট উইকেটে ৫১০ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দিলে ত্রিপুরার সামনে বিশাল রানের টার্গেট দাঁড়ায়। তাও ইনিংস পরাজয় এড়ানোর লক্ষ্যে। পরিশেষে ত্রিপুরার দল ৮১ ওভার ২ বল খেলে ২৭৯ রানে দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলে শক্তিশালী দিল্লি ইনিংস সহ ৮২ রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয়। ব্যাটিংয়ে দিল্লি দলের ওপেনার তথা অধিনায়ক অর্পিত রানার ১০০ রান যুগল সাইনির ১৫৭ রান এবং দেব লাকড়ার ১৫৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে রাজ্য দলের অমিত আলী ১০৯ রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে সাফল্য পেয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ত্রিপুরা দলের পক্ষে তন্ময় দাসের ১১২ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো ছিল।

আগরতলায় রাজ্য র‍্যাপিড রেটিং দাবা টুর্নামেন্ট ১৪ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা ।। দু-দিন ব্যাপী তৃতীয় রাজ্য অ্যামেচার ফিডে রেটিং র‍্যাপিড দাবা প্রতিযোগিতা শুরু ১৪ ফেব্রুয়ারি। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে। খেলা হবে নাগের জলাস্থিত রাজ্য দাবা সংস্থার অফিস বাড়িতে। আসরের প্রথম ১০ স্থানাধিকারি দাবাড়ু কে দেওয়া হবে প্রাইজ মানি। এছাড়া অনূর্ধ ৬,৮, ১০,১২ এবং ১৪ বিভাগের প্রথম তিনজন বালক এবং বালিকা দাবাড়ুকে পুরস্কৃত করা হবে। আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৬০০ টাকা এন্টি ফি সহ নাম জমা দিতে রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ অনুরোধ করেছেন। খেলা পরিচালনা করবেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য্য।

৩০০০ রান ভারত অধিনায়কের

গত বছর রান খুঁজছিলেন। প্রতি ম্যাচে আউট হয়ে যাচ্ছিলেন। হতাশ হচ্ছিলেন। কিন্তু ভরসা হারাননি। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে রানে ফিরেছেন সূর্যকুমার যাদব। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে তিনটি অর্ধশতরান করেছেন। সেই সঙ্গে রেকর্ডও গড়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম বল খেলে ৩০০০ রান করেছেন তিনি। তিরুঅনন্তপুরমে ৩০ বলে ৬৩ রানের ইনিংস খেলেছেন সূর্য। এই ইনিংসের মাঝেই বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন তিনি। মাত্র ১৮২২ বল খেলে ৩০০০ রান করেছেন সূর্য। এত দিন এই রেকর্ড ছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ক্রিকেটার মহম্মদ ওয়াসিমের দখলে। ১৯৪৭ বলে ৩০০০ রান করেছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার জস বাটলার রয়েছেন তিন নম্বরে। ৩০০০ রান করতে ২০৬৮ বল নিয়েছেন তিনি।চার নম্বরে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। তিনি নিয়েছেন ২০৭৭ বল। অস্ট্রেলিয়ার আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নার ২১১৩

রাজ্য ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন : দ্বি-মুকুট পশ্চিম জেলার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা ।। ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন এবং খোয়াই জেলা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়র রাজ্য ভিত্তিক ৪৭তম কৃষ্ণ সাহা এবং ৩৮তম মিলন রানী সাহা স্মৃতি পুরুষ ও মহিলা ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের সফল সমাপ্তি ঘটলো। খোয়াইয়ের মাটিতে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে পশ্চিম জেলা তাদের আধিপত্য বজায় রেখে উভয় বিভাগেই শিরোপা অর্জন করেছে।

পুরুষ বিভাগের ফাইনালে পশ্চিম জেলা বনাম ধলাই জেলা মুখোমুখি হয়। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ধলাই জেলাকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে পশ্চিম জেলা। মহিলা বিভাগের ফাইনালে পশ্চিম জেলার প্রতিপক্ষ ছিল সিপাহীজলা জেলা। এই বিভাগেও অসাধারণ ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করে জয় ছিনিয়ে নেয় পশ্চিম জেলা।

টুর্নামেন্ট শেষে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, এবং ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের এডভাইজারি কমিটির কনভেনর স্বপন চক্রবর্তী মহোদয়, ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন এর সহ-সভাপতি মৃণাল দাস, সম্পাদক বিমান দেব, কোষাধ্যক্ষ উত্তম মালাকার, সহ-সম্পাদক তাপস নাগ এবং মিডিয়া ইনচার্জ ও রেফারি বোর্ডের যুগ্ম কনভেনর মনীষ দেবনাথ, সদস্যা লিলি চক্রবর্তী, সদস্য প্রবীর দেববর্মা, অবজারভার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীর সাহা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিনয় দেববর্মা এবং খোয়াই জেলা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিমেষ নাগ সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে রাজ্যের ভলিবল চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর জোর দেন এবং বিজয়ী দলগুলোকে অভিনন্দন জানান।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান বিতর্কের পর নতুন সমস্যায় আইসিসি, জয় শাহের বোর্ডের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ ক্রিকেটারদের সংগঠনের

এ বার আইসিসির বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ করেছেন বিশ্ব ক্রিকেটারদের সংগঠন। তাদের দাবি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রত্যেক দেশের ক্রিকেটারের সঙ্গে সমান ব্যবহার করছে না জয় শাহের বোর্ড। 'ক্রিকইনফো' জানিয়েছে, ২০২৪ সালে ক্রিকেটারদের সংগঠনের সঙ্গে আইসিসি যে চুক্তি করেছিল, সেই চুক্তি এই বিশ্বকাপের আগে মানা হচ্ছে না। নতুন চুক্তি অনুযায়ী কাজ হচ্ছে।

এই বিষয়ে আইসিসিকে চিঠি লিখেছে ক্রিকেটারদের সংগঠন। কিন্তু তাদের অভিযোগ মানতে নারাজ বিশ্বক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। তাদের দাবি, ২০২৪ সালের চুক্তি শুধুমাত্র আটটি দেশের ক্ষেত্রে কার্যকর। বিশ্বকাপে বাকি যে দেশগুলি অংশ নিচ্ছে তাদের ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে এই চুক্তি কার্যকর নয়। তাদের ক্ষেত্রে নতুন চুক্তি কার্যকর করা হবে।

ক্রিকেটারদের সংগঠন আইসিসিকে জানিয়েছে, তাদের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে এই চুক্তি কার্যকর। পাশাপাশি যে সব দেশ বিশ্বকাপে নেই সেই সব দেশের ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রেও তা কার্যকর। তাদের মতে, প্রত্যেক ক্রিকেটারকে চুক্তির সুবিধা দেওয়া উচিত আইসিসির। কিন্তু তা দেওয়া হচ্ছে না। সেখানেই আপত্তি তাদের।

ক্রিকেটারদের সংগঠনের সিইও টম মোফাট জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্রিকেটারদের সাক্ষাৎকার, তাঁদের নিয়ে ভিডিয়ো, সাজঘরে ক্রিকেটারদের অনুমতি, লাইসেন্স সংক্রান্ত চুক্তি প্রভৃতি বিঘ্নিত হচ্ছে নতুন চুক্তিতে। আগের চুক্তিতে ক্রিকেটারদের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছাড় ছিল। কিন্তু নতুন চুক্তিতে সব সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দেশের ক্রিকেট বোর্ড নেবে। ফলে ক্রিকেটারদের স্বার্থ লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে তারা।

'ক্রিকইনফো'-কে মোফাট বলেন, "আইসিসির কাজ ক্রিকেটারদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা। কিন্তু নতুন চুক্তিতে তা হচ্ছে না। সব দেশের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা হচ্ছে না। বড় দেশের ক্রিকেটারেরা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। সেখানে এ বারের বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া কিছু দেশের ক্রিকেটারেরা তা পাচ্ছে না। আইসিসির সাফল্যের নেপথ্যে ক্রিকেটারদের সংগঠনের হাত রয়েছে। দুই সংগঠন মিলে একসঙ্গে কাজ করে। কিন্তু এ বার তা হচ্ছে না।" যদিও মোফাটের এই অভিযোগ মানছেন না জয় শাহেরা। ফলে বিশ্বকাপের আগে নতুন সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা।

ভারতীয় ক্রিকেটে শোকের ছায়া, প্রয়াত বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি আইএস বিন্দ্রা

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এবং পঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সিংহ বিন্দ্রা ওরফে আইএস বিন্দ্রা প্রয়াত।

রবিবার নয়াদিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। দীর্ঘ দিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন বিন্দ্রা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। বিন্দ্রার মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছেন আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শাহ। জয় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি ও ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের এক স্তম্ভ আইএস বিন্দ্রার প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আশা করছি, ওঁর দেখানো পথে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হাঁটবে।"

১৯৭৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি ছিলেন বিন্দ্রা।

পঞ্জাব ক্রিকেটের উন্নতির নেপথ্যে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সময়েই মোহালি ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছিল। ২০১৫ সালে স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে আইএস বিন্দ্রা স্টেডিয়াম রাখা হয়।

১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিসিসিআই সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন বিন্দ্রা। ঘরোয়া ক্রিকেটের উন্নতি এবং বিশ্বক্রিকেটে ভারতের গুরুত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তাঁর।

১৯৮৭ সালে ভারতের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপ আয়োজনের ক্ষেত্রে বিসিসিআইয়ের আর এক প্রাক্তন সভাপতি জগমোহন ডালমিয়ার সঙ্গে তিনিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটের বিপণন ও বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের প্রভাব বাড়াতে বিন্দ্রার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেট প্রশাসনের এক কিংবদন্তির প্রয়াণে শোকের ছায়া ভারতীয় ক্রিকেটে।

৫০ বলে ৯০! হারা ম্যাচে সকলকে ছাপিয়ে গেলেন বাংলার রিচা, ঐতিহাসিক শতরান করে মুম্বইকে জেতালেন শিভার ব্রান্ট

মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে ইতিহাস। প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে শতরান করলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ন্যাট সিভার ব্র্যান্ট। তাঁর ৫৭ রানে ১০০ রানের ইনিংসের সুবাদে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ৪ উইকেটে ১৯৯ রান করেন হরমনপ্রীত কৌরেরা। জবাবে স্মৃতি মন্ধানা দলের ইনিংস শেষ হল ৯ উইকেটে ১৮৪ রানে। কাজে এল না রিচা ঘোষের ৯০ রানের ইনিংস। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ হারলেন মন্ধানারা। টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন মন্ধানা। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে শুরুটা ভাল হয়নি মুম্বইয়ের। ৭ রান করে আউট হয়ে যান সজীবন সজনা। তবে অন্য ওপেনার হেইলি ম্যাথিউ এবং ব্র্যান্ট পরিস্থিতি সামাল দেন। তাঁদের দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ওঠে ১৩১ রান। ম্যাথিউ করেন ৩৯ বলে ৫৬। মারেন ৯টি চার। তবে মহিলাদের আইপিএলে প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে শতরান করার নজির গড়লেন ব্র্যান্ট। তাঁর ৫৭ বলের ইনিংসে রয়েছে ১৬টি চার এবং ১টি ছক্কা। রান পেলেন না হরমনপ্রীত (২০)। বেঙ্গালুরুর সফলতম বোলার লরেন বেল ২১ রানে ২ উইকেট নিলেন।জয়ের জন্য ২০০ রান তাড়া করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে মন্ধানার দল। ৩৫ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় বেঙ্গালুরুর। গ্রেস হ্যারিস (১৫), মন্ধানা (৬), জর্জিয়া ভল (৯), গৌতমী নায়েক (১), রাধা যাদব (০) পর পর আউট হয়ে যান। চাপের মুখে লড়াই করলেন বাংলার রিচা। দলকে জেতাতে না পারলেও বাংলার উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ৫০ বলে ৯০ রানের ইনিংস খেললেন। ১০টি চার এবং ৬টি ছক্কা এল রিচার ব্যাট থেকে। ক্লার্ক করলেন ২৮। অরুন্ধতী রেড্ডি (১৪), শ্রেয়াঙ্কা পাতিলের (অপরাজিত ১২) শেষ দিকে লড়াইও কাজে এল না। মুম্বইয়ের সফলতম বোলার ম্যাথিউ ১০ রানে ৩ উইকেট নিলেন। ২৫ রানে ২ উইকেট শবনিম ইসমাইলের। ৩৭ রানে ২ উইকেট অ্যামেলিয়া কেরের।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা ওয়েস্ট ইন্ডিজের, দু'বারের বিশ্বজয়ীদের নেতৃত্বে হোপ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দু'বারের চ্যাম্পিয়নদের নেতৃত্ব দেবেন শাই হোপ। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে গত সিরিজ খেলতে পারেননি হোপ। ১৫ জনের দলে বেশ কয়েক জন অলরাউন্ডারকে রেখেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

টেস্ট বা এক দিনের ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এখন আর প্রথম সারির দল হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। ২০ ওভারের ক্রিকেটে অবশ্য ক্যারিবিয়ানদের হালকা ভাবে নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। দু'বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে তারা। এ বারও শক্তিশালী দল বেছে নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের নির্বাচকেরা। শিমরন হেটমেয়ার, রোস্টন চেজ, জেসন হোল্ডার, শামার জোসেফ, রভম্যান পাওয়েল, শারফেন রাদারফোর্ড, রোমারিয়ো শেফার্ডের মতো সফল ক্রিকেটারেরা দলে রয়েছেন।

সরকার রাজ্যে রক্তের চাহিদা মেটাতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী : মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ তাঁর পিতা প্রয়াত মাখন লাল সাহার ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন। ব্যক্তিগত শোককে সামাজিক কর্তব্যে রূপান্তর করার এই মহতী উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিগণ এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারবর্গ স্বর্গীয় মাখল লাল সাহার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

পোস্ট অফিস চৌমুহনিস্থিত এম. এল প্লাজাতে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মদিবস, মৃত্যুদিবস ইত্যাদি মানুষের আবেগ সম্মান জানাতে রক্তদান উৎসবের আয়োজনের চেয়ে বড় শ্রদ্ধার্ঘ্য আর হতে মানুষের জীবন রক্ষার মতো একটি মহৎ উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা অত্যন্ত গর্বের। রক্তদান এক মহান মানবিক দায়িত্ব যা মানুষের প্রাণ বাঁচায়। এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে সহমর্মিতা, মানবিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধকে আরও দৃঢ় করে। একজন ব্যক্তি তাঁর দান করা রক্তের মাধ্যমে ৪ জন মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে পারেন। রক্তদানের কোনও বিকল্প নেই। রাজ্য সরকার রাজ্যে রক্তের চাহিদা মেটাতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে। ব্লাড ব্যাংক, রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ ইত্যাদির উন্নতিকল্পে আরও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যের মানুষের মধ্যে রক্তদানে এগিয়ে আসার ইতিবাচক প্রভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মানুষ আজ নিজের বা আত্মীয়স্বজনের জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী, মৃত্যুদিবসে রক্তদানের আয়োজন করছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রয়াত পিতা মাখন লাল সাহার স্মৃতিচারণ করে বলেন, মাখন লাল সাহা ছিলেন রাজ্যের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তৎকালীন সময়ে ব্যবসার সুবাদে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর আদর্শ ছিল সততা, স্বচ্ছ জীবনযাপন এবং বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। শহরবাসীর বিনোদনের কথা গুরুত্ব দিয়ে তখনকার সময়ে রূপসী সিনেমা হল স্থাপন করেছিলেন। তাঁর ব্যবসার পরিধি রাজ্য পেরিয়ে বহিরাজ্যেও ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। আজ তাঁর সেই জীবনাদর্শকে সামনে রেখেই রক্তদানের ন্যায় মানব কল্যাণমূলক কাজের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকারও জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে। রাজ্য আজ সমস্ত ক্ষেত্রে এগিয়ে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী এই মহান উদ্যোগকে সফলতার রূপ দেওয়ার জন্য চিকিৎসক কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং আয়োজকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং সবাইকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রীর সহোদর রতন সাহা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর মাতা সূর্যবালা সাহা, কর্পোরেটর রত্না দত্ত, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, মুখ্যমন্ত্রী জায়া স্বপ্না সাহা, সহোদর তপন সাহা, সহোদর বাবুল সাহা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

মনরেগা নিয়ে সরকার জনগণের বিভ্রান্ত করছে, এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে মহিলা কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ ফেব্রুয়ারি: মনরেগা নিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০০5 সালে মন রেগা এক্ট শুরু হয়েছিল গ্রামীন এলাকার অর্থনীতি মজবুত করা,জনগণ কে স্বাবলম্বী করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছিল।

একশ দিনের কাজের গ্যারেন্টি ছিল। বর্তমানে ঠিকেদারদের মাধ্যমে শ্রমিকরা কাজ পাবে, আইনি গ্যারেন্টি নেই,কাজ পেতে ও পারে নাও পেতে পারে।মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য মন রেগা আইন পুনরায় চালু করা, চারশ টাকা মুজুরী।কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেট দের রক্ষা করতে মানুষের অধিকার খর্ব করছে। তার বিরুদ্ধে মহিলা কংগ্রেসের আন্দোলন চলবে সোমবার দুপুর দুইটায় বিলোনীয়া কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে কথা গুলো বলেন ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বানি ঘোষ চক্রবর্তী। পাশাপাশি তিনি বলেন আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজভবন অভিযানে সকল অংশের জনগণ কে সামিল হওয়ার আহ্বান রাখেন মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। দক্ষিণ জেলা মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বানি ঘোষ চক্রবর্তী,চম্পা কুড়ি দেব প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা,নারী নেত্রী গৌরী মজুমদার, সুভাদ্রা চক্রবর্তী , দক্ষিণ জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সম্পা দত্ত, সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকের ব্লক প্রেসিডেন্ট গন।

মধ্য কল্যাণপুরে সাড়া জাগিয়ে ফিল্টার ডাস্টবিন বিতরণ

কল্যাণপুর, ২ আগস্ট: বর্তমান সরকার আক্ষরিক অর্থে মানব কল্যাণে কাজ করছে। একটা সময়ে পঞ্চায়েত হোক কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্র সরকারি সাহায্য সহযোগিতার জন্য নেতাদের বাড়িতে কিংবা বামপন্থীদের পার্টি অফিসে যেতে হতো আর এখন পঞ্চায়েত গুলো কিংবা সরকারের বিভিন্ন বিভাগ মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, এটাই হচ্ছে বিজেপি সরকার। কল্যাণপুরে মধ্য কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আয়োজিত ডাস্টবিন, ফিল্টার সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনেকটা এই ভাবেই কথাগুলো বলছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আজ মধ্য কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৪৭ জন গ্রামবাসীর হাতে ডাস্টবিন তুলে দেওয়া হয়, ১৩০ জনের হাতে ফিল্টার তুলে দেয়া হয়। এছাড়াও কল্যাণপুর বিদ্যালয় সহ আরো দুইটা বিদ্যালয়ের হাতে ছাত্র-ছাত্রীদের

জিবি হাসপাতাল থেকে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ঘাড় ও মেরুদণ্ডের দুটি হাড় ভেঙে যাওয়া রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসকদের প্রচেষ্টায় দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবক শারীরিক ভাবে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল। ধলাই জেলার আমবাসা কলোনির বাসিন্দা ২৩ বৎসর বয়সী এক যুবক একটি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। এই দুর্ঘটনায় তার ঘাড়ের ও মেরুদণ্ডের দুটি হাড়(সিসিক্স ও সিসেভেন কশেরুকা) ভেঙে যায় এবং স্পাইনাল কর্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে তার হাত ও পা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, তার শরীরের অনুভূতি কমে যায় এবং সে প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। প্রথমে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার মেরুদণ্ডে স্পাইনাল ফিক্সেশন সার্জারি করা হয়। অস্ত্রোপচারের কিছুদিন পর তাকে বেসরকারি একটি পুনর্বাসন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সেখানে এক সপ্তাহ চিকিৎসাধীন থাকার পর ওই হাসপাতালের মাধ্যমে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের পিএমআর (ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন) ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে গত ১৭ নভেম্বর ২০২৫ তার পরিবার-পরিজনরা যোগাযোগ করেন। এরপর গত ১৮ নভেম্বর ২০২৫ রোগীকে কলকাতা থেকে ফিরিয়ে এনে জিবিপি হাসপাতালের পিএমআর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। জিবিপি হাসপাতালে তার সম্পূর্ণ পুনর্বাসন চিকিৎসা শুরু হয়।

জিবিপি হাসপাতালের পিএমআর ডিপার্টমেন্টের ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ফিজিওথেরাপিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট এবং অর্থোটিক্স ও প্রস্থেটিক টেকনিশিয়ান এবং স্টাফ নার্সদের সম্মিলিত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় রোগী ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে। এই চিকিৎসায় পরিষেবায় পিএমআর ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ রাকেশ দাস, সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাঃ মানিক জমাতিয়া সহ সকল কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিউরোসার্জারি, ইউরোলজি, সিটিভিএস ও চর্মরোগ বিভাগের চিকিৎসকদের পরামর্শও নেওয়া হয়। দীর্ঘ চিকিৎসা ও নিয়মিত থেরাপির ফলে বর্তমানে রোগী ওয়াকারের সাহায্যে হাঁটতে পারছেন। তিনি এখন প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এবং দৈনন্দিন জীবনের বেশিরভাগ কাজ নিজেই করতে পারছেন। সফল চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের পর রোগীকে গত ১৮ জানুয়ারি জিবিপি হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। এই ঘটনা জিবিপি হাসপাতালের পিএমআর ডিপার্টমেন্টের দক্ষতা ও মানবিক চিকিৎসা ব্যবস্থার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

উন্নত প্রযুক্তিতে সোলার টেকনিশিয়ানদের দক্ষ করে তুলতে জিআইজেড টিএসইসিএলের বিশেষ প্রশিক্ষণ

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি: পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে আরও নির্ভরযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে পৌঁছে দিতে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড (টিএসইসিএল)-এর সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্মান উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা জিআইজেড-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো দু'দিনব্যাপী বিশেষ সোলার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। টিএসইসিএল-এর মিলনায়তনে আয়োজিত এই কর্মশালায় বিভিন্ন সোলার ভেন্ডার ও বিলিং সুপারভাইজার মিলিয়ে মোট ৫৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির গুরুত্ব কেবল একটি কর্মশালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জিআইজেড দীর্ঘদিন ধরে ভারতে নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ, আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সেই অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতাই এবার ত্রিপুরার সোলার টেকনিশিয়ানদের হাতে-কলমে তুলে ধরা হয়।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রুফটপ সোলার প্যানেল স্থাপনের কৌশল শেখানো হয়। কংক্রিটের ছাদ, টিনের চাল কিংবা খোলা জমিতে কীভাবে নিরাপদ, শক্তপোক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী সোলার ইনস্টলেশন করা যায়, তা আধুনিক টুল, ডিজাইন সফটওয়্যার এবং আন্তর্জাতিক মানের সেফটি প্রটোকল অনুসরণ করে প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি গ্রিড-সংযুক্ত ও হাইব্রিড পিভি সিস্টেমের নকশা, ইনস্টলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটিকে আরও কার্যকর করে তোলে।

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী টেকনিশিয়ান ও ভেন্ডাররা জানান, এই কর্মশালার মাধ্যমে তারা আগের তুলনায় অনেক বেশি প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছেন। এর সরাসরি সুফল পাবেন সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। কারণ উন্নত প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ানদের মাধ্যমে স্থাপিত সোলার প্যানেল হবে আরও টেকসই, নিরাপদ এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সাপেক্ষ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, জিআইজেড-এর 'সূর্য মিত্র' স্কিলিং প্রোগ্রাম,হট্টজ্জছক্ক প্রকল্প এবং ইন্দো-জার্মান সৌর অংশীদারিত্বের মতো উদ্যোগ ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে দক্ষ সোলার কর্মশক্তি গড়ে তুলেছে। সেই ধারাবাহিকতায় ত্রিপুরায় এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রাজ্যের ক্লিন ও গ্রীন এনার্জি লক্ষ্যে নতুন গতি যোগ করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

এই উপলক্ষে টিএসইসিএল-এর ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু সাধারণ মানুষকে পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান ও গ্রাহক-বান্ধব পরিষেবার মাধ্যমে এই যোজনা শুধু বিদ্যুৎ বিল শূন্যে নামিয়ে আনবে না, বরং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রির মাধ্যমে আয়ের সুযোগও সৃষ্টি করবে। সব মিলিয়ে, জিআইজেড-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার অংশগ্রহণ এই প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও সুদৃঢ় করছে।

আসামের পাথারকান্দির পুতনি বাগানে সম্পন্ন হিন্দু সম্মেলন, বিপুল ভক্তসমাগম

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি: আসামের পাথারকান্দির পুতনি চা বাগানে বিপুল ভক্তসমাগমের মধ্য দিয়ে সফলভাবে সম্পন্ন হলো হিন্দু সম্মেলন। অগণিত ভক্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সমাজের ধর্মীয় আস্থা, ঐক্য, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে সুদৃঢ় করা।

পুতনি চা বাগানস্থিত খেলার মাঠে আয়োজিত এই হিন্দু সম্মেলনে বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ধর্মসভা, জ্ঞানচর্চা ও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠান সূচি অনুযায়ী, সকাল সাতটায় কলস যাত্রার মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর সকাল আটটায় ধ্বজ উত্তোলন এবং সাড়ে আটটায় পুরোহিত বরণ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল নয়টা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত গোমাতা পূজন, ভারতমাতা পূজন ও বিশ্বশান্তি যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। পোনে বারোটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত অতিথি বরণ ও পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

দুপুর সোয়া বারোটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ধর্মীয় চেতনা, সমাজের নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিকেল পোনে তিনটে থেকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে বিকেল সাড়ে চারটে থেকে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সার্বিকভাবে এই হিন্দু সম্মেলন শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

বিশালগড়ে শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড, একটি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত

বিশালগড়, ২ ফেব্রুয়ারি: সোমবার সকালে বিশালগড় থানাধীন চাম্পামুড়া এলাকায় অরবিন্দ ভট্টাচার্যের বাড়িতে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আচমকা আগুন লাগায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত দমকল দপ্তরকে জানানো হয়। খবর পেয়েই দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এই অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির একটি ঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তবে দমকল কর্মীদের তৎপরতায় বাকি দুটি ঘর আগুনের গ্রাস থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। ঘটনায় কেউ আহত হয়নি বলে জানা গেছে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চোখের সামনে গাঁজা বাগান ধ্বংস করল পুলিশ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন মহিলা চাষি

বিশ্রামগঞ্জ , ২ ফেব্রুয়ারি: চোখের সামনে পুলিশের হাতে ধ্বংস হয়ে গেল গাঁজা বাগান। আর সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন এক মহিলা গাঁজা চাষি। ঘটনাটি বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন একটি এলাকায়।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বেআইনিভাবে চাষ করা গাঁজা বাগান ধ্বংস করে। পুলিশের এই অভিযানের সময় ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিলেন ওই মহিলা চাষি। নিজের চোখের সামনে বাগান নষ্ট হতে দেখে অসহায় হয়ে পড়েন তিনি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, বাগান রক্ষার আশায় মহিলা চাষি বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসির পায়ে ধরেও কাকুতি-মিনতি করেন। সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা তুলে ধরে পুলিশকে বাগান না ভাঙার অনুরোধ জানান। তবে আইনের উর্ধে কেউ নয়এই নীতিতে অনড় থেকে পুলিশ গাঁজা বাগান সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে গাঁজা ও অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। বেআইনি গাঁজা চাষ কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলেও জানানো হয়। এদিকে বাগান ধ্বংসের পর চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন ওই মহিলা। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি জানান, সংসার চালানো ও সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্যই তিনি এই চাষে যুক্ত হয়েছিলেন। এখন সব শেষএই আক্ষেপই বারবার উঠে আসছে তাঁর কথায়। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সিধাইয়ে যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার, ছয় জন আটক

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি: সিধাই থানায় গোপন সূত্রে খবর আসে যে কলাগাছিয়া বাজার সংলগ্ন একটি রাবার বাগানের মধ্যে বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুদ রয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার একটি যৌথ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে অংশ নেয় স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ), নারকোটিক্স বিভাগ, সিআরপিএফ ও বিএসএফ-এর জওয়ানদের পাশাপাশি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও সিধাই থানার পুলিশকর্মীরা। অভিযানে ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাবার বাগান এলাকা তল্লাশি চালানো হয়।

তল্লাশিকালে ওই এলাকা থেকে শুকনো ও আধা-শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

ত্রিপুরায় প্রথমবার চালু ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরায় আর্থিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি)-এর সহযোগিতায় ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড চালু করা হলো।

আজ রাজধানীর প্রজ্ঞাভবনে এক আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই ক্রেডিট কার্ডের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্মল সেভিংস গ্রুপ, ইন্স্যুরেন্স ও ইনস্টিটিউশনাল ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর রাখী বিশ্বাস, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং সহ ব্যাঙ্ক ও প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।এই ক্রেডিট কার্ড চালুর ফলে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা আধুনিক ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি রাজ্যের গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকার মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আরও জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রাহকদের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেন আরও সহজ, নিরাপদ ও স্বচ্ছ হবে। ভবিষ্যতে এই পরিষেবার পরিসর আরও বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের।

তেলিয়ামুড়ায় দুই দিনব্যাপী শ্রীপঞ্চমী মেলা ও পিঠেপুলি উৎসবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি: তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে দুই দিনব্যাপী শ্রীপঞ্চমী মেলা ও পিঠেপুলি উৎসবের সূচনা হয়েছে। আগামীকাল পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। আজ সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মধুসূদন রায়, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অচিন্ত ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক রূপাঞ্জন দাস, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাখার সম্পাদক নন্দন রায় এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুরপরিষদের ডেপুটি সিইও প্রদীপ কুমার সরকার।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদ্বোধক বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, পিঠেপুলি উৎসবের মাধ্যমে আমাদের হারিয়ে যেতে বসা লোকসংস্কৃতিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই মেলার মাধ্যমে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতির পুনরুদ্ধারই এই উৎসবের মূল লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ার শ্রীপঞ্চমী মেলাকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর জন্য তিনি রাজ্য সরকারকে সাধুবাদ জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিগণও শ্রীপঞ্চমী মেলা ও পিঠেপুলি উৎসবের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ তেলিয়ামুড়া মহকুমা এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির পিঠেপুলির মোট ১৮টি স্টলের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন। আজকের মেলায় স্থানীয় ও রাজ্যের জনপ্রিয় শিল্পীগণ বাউল সংগীত পরিবেশন করেন।

জনবিরোধী বাজেটের রেকর্ড ঃ সিপিআই(এম)

উদয়পুর, ২ ফেব্রুয়ারী : ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, বেকারত্ব, মজুরির স্থবিরতা, সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস এবং উৎপাদন খাতের গভীর সংকটের মধ্যে, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার আবহে মোদী সরকারের পেশ করা ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটকে অতীতের সব জনবিরোধী বাজেটের রেকর্ড ছাপিয়ে সবচেয়ে খারাপ বাজেট বলে চিহ্নিত করেছে সিপিআই(এমএল) লিবারেশন।

নেতা কর্মীদের কথায়, দেশের অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা যখন কার্যত ধসে পড়ছে, তখন এই বাজেট 'বিকশিত ভারত'-এর ফাঁকা স্লোগানেই সীমাবদ্ধ।

তাছাড়া, দলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২৬-২৭ সালের বাজেট আবারও কৃষি, কৃষক, শ্রমিক, যুব এবং নারীদের প্রতি সরকারের ধারাবাহিক অবহেলার চিত্র তুলে ধরেছে। দেশের বৃহত্তর অংশের মানুষ আজ তীব্র অর্থনৈতিক চাপে দিন কাটাচ্ছেন আয় কম, বেকারত্ব বেশি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। দীর্ঘদিন ধরে স্থবির আয় ও কর্মসংস্থানের সংকট মোকাবিলায় কার্যকর ঘোষণার প্রত্যাশা থাকলেও, এই বাজেট সেই দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের অভিযোগ, সামাজিক সুরক্ষা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ হয় কমানো হয়েছে, নয়তো নামমাত্র বৃদ্ধি দেখানো হয়েছেযা মুদ্রাস্ফীতি এবং বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদার সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের সংশোধিত হিসাব বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ এবং গ্রাম ও শহর উন্নয়নের মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে প্রকৃত খরচ বাজেটে ঘোষিত বরাদ্দের চেয়েও কম হয়েছে।

দলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, সরকারের তথাকথিত প্রধান প্রকল্পগুলিতেও বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে বড়সড় ফারাক দেখা যাচ্ছে, যা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও রাজনৈতিক অনিচ্ছারই প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)-সহ একাধিক আবাসন ও পরিকাঠামো প্রকল্পে ঘোষণার তুলনায় বাস্তবায়ন অনেকটাই পিছিয়ে, যার ফল ভোগ করছেন শহর ও গ্রামীণ এলাকার গরিব ও নিম্নআয়ের মানুষ।

সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের অভিযোগ, এই বাজেট কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষায় অতিরিক্ত ছাড় ও সুবিধা বজায় রেখেছে, অথচ শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, কৃষকদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান এবং নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোনও সুস্পষ্ট রূপরেখা নেই। পাশাপাশি, খনন, বৃহৎ পরিকাঠামো ও শিল্প প্রকল্পের নামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উচ্ছেদ এবং পরিবেশ ধ্বংসের পথ আরও প্রশস্ত করা হয়েছে।

বিবৃতিতে দলের নেতৃত্ব স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, এই জনবিরোধী বাজেটের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। শ্রমিক, কৃষক, যুব, নারী ও আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় এবং বিকল্প জনমুখী অর্থনৈতিক নীতির দাবিতে সিপিআই(এমএল) লিবারেশন আগামী দিনে বৃহত্তর সংগ্রামের ডাক দেবে।

ডিউটিরত অবস্থায় মৃত বিরলা দেববর্মার পরিবারকে এডিসি ই.এম. রুনিয়েল দেববর্মার সমবেদনা

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি: ডিউটিরত অবস্থায় অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। ভগবান চৌধুরী পাড়ার বাসিন্দা ২৯ বছরের যুবক বিরলা দেববর্মার মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকাজুড়ে। বিরলা দেববর্মা মোথা ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন বলে জানা গেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে মৃত যুবকের বাড়িতে যান এডিসি ই.এম. রুনিয়েল দেববর্মা। এই সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকার সাধারণ মানুষ। এডিসি শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিরলা দেববর্মার অকাল মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জানান। পাশাপাশি তিনি পরিবারটির যে কোনো প্রয়োজনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডিউটির সময় বিরলা দেববর্মা হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন এবং আর জ্ঞান ফেরেনি। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বিরলা দেববর্মা তাঁর পরিবারের সবচেয়ে ছোট ছেলে ছিলেন এবং মা-বাবার সঙ্গেই বসবাস করতেন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ মা-বাবা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas